শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চল পরিভ্রমণ

বা

আসাম ও ঢাকা দক্ষিণ লীলা প্রসঙ্গ

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ভক্তলেখক

শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরীতত্ত্বনিধি

কর্ত্তৃক লিখিত

প্রকাশক—শ্রীকুমুদবন্ধু রায় এম্, এ

চাতলপার, ত্রিপুরা।

অল্ ইণ্ডিয়া পাব্লিশিং কোং লিঃ

৩০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৮ বঙ্গাব্দ ফাল্গুনী পূর্ণিমা।

গ্রন্থ বিক্রয় লব্ধঃ অর্থ ভক্তাশ্রমের সাহায্যার্থে প্রদত্ত।

মূল্য ।৶০ আনা মাত্র।



"দেওয়ান প্রতিষ্ঠিত বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব"

শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চল পরিভ্রমণ

বা

আসাম ও ঢাকা দক্ষিণ লীলা প্রসঙ্গ।

শান্তিপুর ও কাটোয়া টলমল।

সুন্দর শোভন উদ্যান; সুন্দর শোভন গুল্মলতা, সুন্দর শোভন পত্র পুষ্পে সুশোভিত, সুন্দর শোভন সমীরণে দোলিতেছে, নাচিতেছে সৌরভিত করিয়া দিক মাতাইতেছে। সকলই সুন্দর! সকলই শোভন। হঠাৎ চতুর্দ্দিক গাঢ় তমসায় সমাচ্ছন্ন হইল, গাঢ় মেঘমালায় আবরিত হইল, দেখিতে দেখিতে বারিধারা ঝরিতে লাগিল।

আজ শান্তিপুর টলমল, বন্যা প্লাবিত হইয়া টলমল করিতেছে; ফেনিল তরঙ্গমালা রবিকরে জ্বল জ্বল জ্বলিতেছে, কল কল কলধ্বনি তুলিতেছে। প্লাবন-সলিল উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া নাচিতেছে, সলিলাশ্রিত সকলকে নৃত্যতালে নাচাইতেছে, ঘূর্ণিপাকে ফিরাইতেছে। সে সমুজ্জ্বল সলিল-শিখরে সকলেই ভাসিতেছে। সলিল-স্রোত-বেগে কূল হইতে অকূলে গিয়া পড়িতেছে; কাহারই স্বতন্ত্রতা নাই, স্বাধীনতা নাই; যাইতেছে, ভাসিয়া অনন্তের পথে সকলেই ধাইতেছে।

নিমাই কাটোয়ার কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন; বৃদ্ধা জননীর স্নেহবন্ধন, তরুণী ভার্য্যার প্রেমের প্রবল আকর্ষণ, তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। নিমাই নদীয়ার রাজার ন্যায় ছিলেন;

শত শত ভক্ত তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। লোক রাজার বাধ্য হয়, তাহার ঐশ্বর্য্য মহিমায়; অবনত রহে, তাঁহার দণ্ডভয়ে। ভক্তগণ নিমাইকে ভগবান্ জ্ঞান করিতেন, তাঁহারা জানিতেন যে, নিমাইর ঐশ্বর্য্য লোকাতীত—পার্থিব কোন ঐশ্বর্য্যই তাহার তুলা নহে। কিন্তু তাঁহারা তজ্জন্য তাঁহাকে ভজনা করিতেন না। অর্চ্চনা করিতেন তাঁহারা, তাঁহার প্রেমে—তাঁহার আকর্ষণে, স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া, বিমুগ্ধ হইয়া ও প্রাণের অনাবিল আনন্দে তন্ময় হইয়া। যাঁহারা বহিরঙ্গ লোক, যাঁহারা সে সুধার আস্বাদ তখনও পায় নাই, তাহারাও তাঁহার পরিচয় পাইলেন—জগাই মাধাই ও কাজি উদ্ধারব্যাপারে। তাঁহারা নিমাইর অমানুষী শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন, পাইয়া তাঁহাকে অসাধারণ পুরুষ বলিয়াই অবধারণ করিয়াছিলেন। নিমাই ক্বচিৎ বাজারে গেলে ব্যাপারীরা তাঁহাকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দিত এবং বিনামূল্যে দিতে পারিলেই কৃতার্থম্মন্য হইত। ফলতঃ নিমাইর কোন কিছুরই অভাব ছিল না। প্রয়োজনীয় বস্তু, অনুগত জন, অসীম সম্মান, অগাধ বিদ্যা, বিমল বুদ্ধি, অপ্রতিহত যশঃ, অব্যাহত স্বাস্থ্য, অনন্যসাধারণ রূপ, কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁহার বিদ্যুদ্দামদীপ্ত প্রভান্বিতা স্বরূপ। প্রেমবতী ভার্য্যা, অজস্রপীযুষবর্ষিণী স্নেহশীলা জননী, আজ্ঞাবহ ভৃত্য, অনুরক্ত কুটুম্ব, প্রেমাস্পদ বন্ধুবর্গ; সংসারে যাহা কাম্য, যাহা লোভনীয়, সে সকলই ছিল। আর একটি ছিল, পূর্ণরূপে যাহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না,—সেটি সুকোমল হৃদয়, সেটি পরদুঃখকাতর চিত্ত। পরদুঃখকাতর পরার্থপরের রাজসিংহাসনই বৃক্ষতল। কপিলাবস্তুর কুমারও একদিন এই বৃক্ষতলই আশ্রয় করিয়াছিলেন।

ঐশ্বর্য্য-মদ-গর্ব্বীদের নিকট রাজপদ অতি কাম্য ও লোভনীয়। কিন্তু ঐশ্বর্য্যাশালী রাজার প্রতি তাহাদের যে আকর্ষণ, তাহা ম

সংগ্রহ বা দণ্ডভয় বর্জ্জিত নহে। নিমাইর প্রতি সাধারণের যে আকর্ষণ, তাহাতে ভয় ছিল না, তাহা বাহ্যিক নহে, ছলনা কাপট্য তাহাতে ছিল না; তাহাতে কেবল শ্রদ্ধা ও প্রীতি; তাহাতে কেবল প্রেম ও ভালবাসা। রাজার আর্থিক অভাব নাই, নিমাইরও কিছুমাত্র ছিল না; কাজেই নিমাই নদীয়ায় রাজার ন্যায় ছিলেন, তিনি নদীয়ার "দ্বিজরাজ"। কিন্তু যখন পতিতের তরে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, সে ঐশ্বর্য্য, সে সম্মান, সে সুখ, তিনি নিমেষে ত্যাগ করিলেন; অবহেলে ছাড়িয়া দিলেন। ঐশ্বর্য্যত্যাগের চেয়ে কঠিন ব্যাপার বোধ হয়, লোকগৌরব বা সম্মান ত্যাগ; তাহাও পারা যায়, কিন্তু স্নেহের বন্ধন—প্রেমের আকর্ষণ ছিন্ন করা বড়ই কঠিন। নিমাইকে ইহার কিছুতেই বাঁধিতে পারে নাই।

কপিলাবস্তুর কুমার ভোগ বিলাসে লালিত হইতেছিলেন, যেদিন দেখিলেন জরামৃত্যু বিকট বদন ব্যাদনে অহোরহঃ বিলাস-শয্যা-শায়িত নর নারীকে কবলিত করিতেছে, তখনই তাঁহার ভয় হইল, প্রাণ কাঁপিয়া উঠীল, তখনই তিনি নরের এ ঘোর অশান্তির অনল নির্ব্বাণ জন্য ছুটিলেন; কিছুই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না।

নদীয়ার ব্রাহ্মণকুমার তখনই মাতার স্নেহনীড় ছাড়িয়া উড়িলেন, তখনই তরুণী পত্নীর প্রেমের বেষ্টন ছিন্ন করিলেন, যখন পাপপঙ্কে নিমজ্জিত পাতকীর তরে চিত্ত প্রপীড়িত হইল। তখন সহস্র সানুরাগ-সেবা,যশের-ঐশ্বর্য্যের সহস্র সমৃদ্ধ সিংহাসন তাঁহাকে রাখিতে পারিল না। সহস্র নেত্রে অশ্রু পাতিত করিয়া, সহস্রের প্রতিনিধিরূপে স্বয়ং অশ্রুপাত করিতে করিতে তিনি বৃক্ষতল আশ্রয় করিলেন।

উন্মত্ত মাতাল চলিলেন। কপিলাবস্তুর কুমার যেমন নির্ব্বাণ অন্বেষণে চলিয়াছিলেন, কৃষ্ণ প্রেমের আকর্ষণে তেমনই ছুটিলেন।

কোনদিকে দৃক্‌পাত নাই, কোথায় পা পড়িতেছে বোধ নাই; চলিতে হইবে, তাই চলিতেছেন! বাহ্যজ্ঞান বিরহিত এই উন্মত্ত উদাসীনের ভ্রম উৎপাদন করিয়া বহুকষ্টে ভক্তগণ তাঁহাকে শান্তিপুরে লইয়া আসিলেন। নিমাইর বিরহমেঘে নদীয়া তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল, পূর্ণচন্দ্র রাহু গ্রাসিত হইলে যেমন হয় তেমনি হইয়াছিল; শান্তিপুরে প্রত্যাগমন করিলে শান্তিপুর টলটলায়মান হইল।

পিতামহাদি প্রসঙ্গ।

নিমাই কে? যাঁহার তরে লোক এত উন্মত্ত, লোকের তরেও যিনি এমন কাতর, সে পুরুষটি কে? সে জন আর কে হবেন? সে জন তোমারই নিজ জন, সে জন তোমারই প্রীতির পাত্র, তোমারই প্রেমাস্পদ।

বিশুদ্ধমিশ্র নামক বৎসগোত্রীয় এক বৈদিক ব্রাহ্মণের পুত্র মধুকর তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া নানাতীর্থ ভ্রমণান্তর কামরূপ পীঠে গমনোদ্দেশে পথে শ্রীহট্ট দেশের বরগঙ্গা প্রদেশে উপনীত হন। এস্থানে তিনি ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় হিরণ্যগর্ভ নামক জনৈক বিপ্রগৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। দৈবক্রমে এস্থানে তাঁহার বাতব্যাধি হয়। গৃহস্বামী তাঁহাকে যথাসাধ্য শুশ্রূষা করেন। আরোগ্য লাভ করিয়া সকৃতজ্ঞ মধুকর গৃহস্বামীর প্রস্তাবে তাঁহার বিবাহযোগ্যা তনয়া চণ্ডীদেবীকে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহে দম্পতির চারি পুত্র হয় কীর্ত্তিদ, রঙ্গদ, উপেন্দ্র ও কৃত্তিবাস। ১ম, ২য় ও ৪র্থ পুত্র বরগঙ্গাতেই বাস করিতে

লাগিলেন; তৃতীয় তনয় উপেন্দ্রমিশ্র তপস্থার তরে গৃহত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক ঢাকাদক্ষিণে চলিয়া আসিলেন।

ঢাকাদক্ষিণ রম্যস্থান। সন্নিকটে "কৈলাসে" অনাদিলিঙ্গ শিব; তন্নিম্নে পুণ্যময়ী "অমৃত কুণ্ড।" অধিবাসীবর্গের অন্তরেও নিরন্তর অমৃতধারা। পতি পত্নী প্রতিবাসীবর্গের প্রীতি পাশ ছিন্ন করিয়া আর যাইতে পারিলেন না, এস্থানেই উভয়ে বাস করিতে লাগিলেন। অনিকেতঃ পুরুষ গৃহী হইলেন।

এইস্থানে উপেন্দ্রমিশ্রের সপ্তপুত্র জাত হয়, তাঁহার সপ্তপুত্রের মধ্যে জগন্নাথ তৃতীয়। জগন্নাথ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, বিদ্যাশিক্ষার জন্য পিতাকর্ত্তৃক তিনি নবদ্বীপে প্রেরিত হন। জগন্নাথমিশ্র নবদ্বীপে স্বীয় প্রতিভাবলে শীঘ্রই কৃতকার্য্যতার পুরস্কার স্বরূপ "পুরন্দর" উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে শ্রীহট্টের তরফ অঞ্চলে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। এখনকার মত তখন আহার্য্যাদি সরবরাহের সুবিধা ছিল না; যেখানে দুর্ভিক্ষ ঘটিত, চুরী ডাকাতি, অনাহার, রোগ ও মৃত্যু বিকট বেশে তথায় প্রকট হইত; সমর্থ লোক দেশ ছাড়িয়া পলাইত; যে পারিত বাঁচিত, অন্যে মরিত, গ্রাম লোকশূন্য হইত।

তরফের জয়পুর গ্রামের রথীতর গোত্রীয় জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নিজভ্রাতা উপেন্দ্র ও স্ত্রী পুত্র, কন্যাদি সহ সেই দুর্দ্দিনে নবদ্বীপে চলিয়া গেলেন। তিনি নবদ্বীপের "বেল পুখুরিয়া" পল্লীতে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

"বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে"—নবদ্বীপে শীঘ্রই তাঁহার আদর হইল; অল্পদিনেই তথায় তাঁহার প্রভাবপ্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। নীলাম্বর কন্যাদায়গ্রস্ত ছিলেন। সেই সময় শ্রীহট্টের বৈদিক-সন্তান জগন্নাথমিশ্র

"পুরন্দর" উপাধি প্রাপ্ত হওয়ায়, উৎফুল্ল চিত্তে এই বিদ্বান, তরুণ, সুশ্রী যুবকের করে স্বীয় সুন্দরী তনয়া শচী দেবীকে প্রাজাপত্য বিধানে সম্প্রদান করিলেন। শচী-পুরন্দরের সম্মিলন বড়ই শোভন হইয়াছিল।

পুরন্দর সেই সুর-তরঙ্গিণী তীর ত্যাগ করিয়া, সরস্বতী পীঠ ছাড়িয়া দেশে আসিতে পারিলেন না। স্বামী স্ত্রীতে বিদ্যা বিলাসে আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

একবার কিন্তু শচী পুরন্দরকে নবদ্বীপ ছাড়িতে হইয়াছিল। শচীর গর্ভে ৮ টি কন্যা জাত হইয়াছিল, ৮টিই মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হওয়ায় দম্পত্তির মনে আর উৎসাহ ছিল না। অচিরমৃত অষ্টতনয়ার পর একটি পুত্রজাত হইয়াছিল—ইনি বিশ্বরূপ। যখন ৮।৯ বৎসরের, তখন জগন্নাথের অহ্বান আসিল, উপেন্দ্রমিশ্র পুত্রকে দেশে যাইতে লিখিলেন। শচী, বিশ্বরূপকে মাতা বিলাসিনী দেবীর করে অর্পণ করিয়া পতির সহিত ঢাকা দক্ষিণে গেলেন।* কিছুদিন তথায় অবস্থিতির পর শচী দেবীর পুনঃ গর্ভসঞ্চার হয়।

রাত্রি প্রভাত প্রায়, এমন সময় একদা জগন্নাথজননী শোভা দেবী † এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শনে জাগিয়া উঠিলেন। কলকণ্ঠ বিহগেরা জাগিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে বালসূর্য্যও মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কি আশ্চর্য্য স্বপ্ন! সদ্যোত্থিত পতিসদনে শোভাদেবী এই বিচিত্র স্বপ্ন কথা কহিলেন। শুনিয়া উপেন্দ্রমিশ্র বলিলেন,—"শেষ নিশার স্বপ্ন সফল হউক। স্বপ্ন-নির্দ্দেশ মতে পুত্রবধূকে নবদ্বীপেই পাঠাইতেছি।"

* "জগন্নাথো ভার্য্যয়া সহিতো লঘুঃ।
স্বদেশ মগমদ্ বিদ্বান্ পিত্রোঃ প্রীতিং বিবর্দ্ধয়ন্॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোদয়াবলী।

† নামান্তর কলাবতী।

প্রকৃতই অনতিবিলম্বে স্বল্পগর্ভা* শচীও পুরন্দরকে পুনর্ব্বার প্রেরণের বন্দোবস্ত হইল। বিদায়ের পুর্ব্বে শ্বাশুড়ী বধূকে কোলে লইয়া বলিলেন— "মা, আমি স্বপ্নে জানিয়াছি, তোমার এ গর্ভে মহাপুরুষ জাত হইবেন; তাঁহাকে এখানে পাঠাইবে ত?" শচী শ্বাশুড়ীর কাছে স্বীকৃতা হইয়া নবদ্বীপে আসিলেন।†

এই গর্ভের সন্তানই নিমাই। ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নিমাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মকালে গ্রহণ হইয়াছিল, এবং সকলেই হরিনাম করিতেছিল। নিমাই যেন সকলকে হরিনাম বলাইয়া নামের সহিত জন্মগ্রহণ করিলেন।

বালক নিমাই।

শোভার স্বপন যাহাই হউক; নিমাই এক অসাধারণ শিশু। জগন্নাথ নাম রাখিলেন বিশ্বম্ভর। সোণার শিশু যখন হাসিত, তখন স্বর্ণবৃষ্টি হইত, জ্যোৎস্না খেলিত, স্বর্গ-সুষমা প্রকটিত হইত। হরিনাম দৈবাৎ শুনিলে শিশু চকিত নেত্রে হরিণশিশুর মত উৎকর্ণ হইয়া চাহিত, তাহার ক্রন্দন থামিয়া যাইত। নারীরা এই ঈঙ্গিত পাইয়া হরি

* "প্রয়াণং কর্ত্তুমদ্যুক্তোঃ ভার্য্যয়া স্বল্প গর্ভয়া।"

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোদয়াবলী।

† "কতদিন পরে শচীর মনেতে উল্লাস।
পূর্ব্ব-শ্রীহট্ট ত্যজি কৈলা গঙ্গাতীরে বাস॥"

কবি খুপরাজকৃত "শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস" গ্রন্থ

(শ্রীহট্টের জনৈক প্রাচীন কবিকৃত ইহা একখানি অপ্রকাশিত গ্রন্থ।)

বলিয়া শিশুকে হাসাইত ও কোলে লইত। হরিনাম শুনিলে শিশু কমনীয় সোণার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহু প্রসারিত করিয়া কোলে উড়িয়া পড়িত। কিন্তু দীর্ঘকাল হরিনাম না শুনিলে শিশু কাঁদিতে থাকিত। হরিনামে এই প্রীতি দেখিয়া নারীগণ এই গৌরবর্ণ শিশুর "গৌরহরি" নাম রাখেন।

নিমাই আরো কিছু বড় হইলেন। শচী তাঁহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতেন না। তবুও নিমাই কখন কখন বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায়, পাড়ার বালকদল লইয়া কি অপূর্ব্ব খেলা খেলিতেন! সে হরিনামের খেলা। নিমাই বালকদল সহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেন, বালকেরাও নাচিত ও হরি হরি বলিত। পথিকেরা দাঁড়াইয়া এ শিশুখেলা দেখিত। দেখিতে দেখিতে তাঁদের কি জানি কি মোহ জন্মিত, তাহারা আত্ম বিস্মৃত হইয়া শিশুদলে মিশিয়া নাচিতে থাকিত।

শচী পুত্রান্বেষণে আসিয়া এচিত্র দেখিয়া বিস্মিতা হইতেন। বলিতেন—"হাঁগা, এ পাগল ছেলেকে লইয়া একি করিতেছ? তোমাদের কি দয়ামায়া নাই?" তখন তাঁহাদের মোহ ভাঙ্গিত, লজ্জিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহারা পলাইত। শচীর এ অসাধারণ ছেলেটির আচরণ এইরূপ ছিল।

শুধু সাধারণ লোক নহে, জ্ঞানী প্রবীণ ব্যক্তিবর্গও নিমাইকে দেখিলে মোহিত হইয়া যাইতেন।

অদ্বৈতাচার্য্যের জন্মস্থান শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ের নবগ্রাম। তিনি কৈশোর বয়সে শান্তিপুরে গমন করিয়াছিলেন। সারদা পীঠ নবদ্বীপে তিনি কখন কখন আসিয়া বাস করিতেন। এখানে শ্রীহট্টবাসী শ্রীবাস শ্রীরাম, রত্নগর্ভ, কামদেব প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ লইয়া একটী সভায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি আলাপ আলোচনা করিতেন। কিশোর বিশ্বরূপ

এ সভার এক সভ্য ছিলেন। পাক প্রস্তুত হইয়া গেলে, শচীমা কখন কখন খাওয়ার জন্য ডাকিয়া আনিতে, নিমাইকে অদ্বৈত সভায় বিশ্বরূপের কাছে পাঠাইতেন। নিমাই নাচিতে নাচিতে দাদাকে আনিতে ছুটিত। অদ্বৈত সভায় গিয়া ভ্রাতাকে মাতার কথা বলিত। অদ্বৈত বালককে দেখিতেন, আর তাঁহার মন যেন কি জানি কেন তন্ময় হইয়া যাইত। অদ্বৈত ভাবিতেন 'এ বালককে দেখিলে আমার কৃষ্ণনিষ্ঠমন এমন চঞ্চল হইয়া উঠে কেন? এ বালক কি আমার আরাধ্যদেব!' এ কথাটি অনেকেরই মনে জাগিত।

মুরারি গুপ্তের জন্মস্থান শ্রীহট্টে। মুরারি বৈদ্য জাতীয়, নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতেন; বিশ্বরূপের ন্যায় কিশোর বয়স্ক। মুরারি একদিন সতীর্থ ছাত্রবর্গসহ আলাপ করিতে করিতে পথ দিয়া যাইতেছেন। আলাপ মায়াবাদ সম্বন্ধে। মুরারি হাতমুখ নাড়িয়া বলিতে বলিতে চলিতেছেন। নিমাই ও তাঁহার অনুসরণে ও অনুকরণে হাত মুখ নাড়িয়া চলিয়াছেন। দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মুরারি ধমক দিয়া বলিলেন—"কি দুষ্ট ছেলে!" বালক বলিল—"ভাল! খাবার বেলা দেখা যাবে!"

মুরারি একথা ভুলিয়া গিয়াছেন; তিনি যথাকালে আহারে বসিয়াছেন। এমন সময়ে কোথা হ'তে ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ দিগম্বর নিমাই তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার থালায় প্রস্রাব করিয়া দিলেন। বলিলেন—"যে ভক্তি অগ্রাহ্য করে, তার খাদ্য ইহাই।" জ্বলন্ত অনলের ন্যায় ঘূর্ণিতনেত্র তুলিয়া মুরারি চাহিলেন। মুরারি কি দেখিলেন? দেখিলেন—বালক দাঁড়াইয়া হাসিতেছে; আর তাঁহার বদনভাতিতে গৃহ যেন দীপ্ত-আলোকিত! মুরারির আর খাওয়া হইল না, শিশুর অনুসরণে তিনি শচী গৃহে আসিয়া বালককে প্রদক্ষিণ ও পুনঃ পুনঃ

প্রণাম করিতে লাগিলেন। "মুরারি, কর কি? এ শিশুকে প্রণাম করিতেছ কেন?" জগন্নাথ মিশ্র বলিলেন। মুরারি কিছুমাত্র অপ্রস্তুত হইলেন না, বলিলেন—"আপনার এ শিশুটি কেমন, এটী কোন্ বস্তু, পরে তাহা জানিতে পারিবেন।" মুরারি চলিয়া গেলেন, শচী পুনরায় বিস্মিত হইলেন।

শিক্ষার্থী—অধ্যাপক।

বিদ্যারম্ভের পর নিমাই একবার মাত্র দেখিয়া বর্ণমালা ও ফলা আদি শিখিয়া লইয়াছিলেন। ভ্রাতা বিশ্বরূপ অহর্নিশি জ্ঞানালোচনায় নিমগ্ন থাকিতেন, তাহার ফলে তত্ত্বজ্ঞ বিশ্বরূপের নশ্বর পদার্থে বিতৃষ্ণা বশতঃ সন্ন্যাসে মতি হইল; তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। শিক্ষার চমৎকারিতায় নিমাইর অধ্যাপক ও সহপাঠী সকলই বিস্মিত হইয়াছিল। জগন্নাথ ভীত হইয়া, বিশ্বরূপের ঈদৃশ শিক্ষানুরাগ মনে করিয়া—তাঁহার পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পর জগন্নাথ দেহত্যাগ করেন। তাহার পর পুত্রের আগ্রহে শচী পুনর্ব্বার পুত্রকে অধ্যাপক গৃহে পাঠাইলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে নিমাই দুই বৎসরে ব্যাকরণ ও সাহিত্য শিক্ষা করিয়া, নিজ পুরোহিত বিষ্ণুমিশ্রের গৃহে গমন করেন; সেখানেও দুই বৎসরে জ্যোতিষ ও স্মৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন। তৎপরে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য সুদর্শন পণ্ডিতের গৃহে উপনীত হন, এখানেও তাঁহার অধ্যয়ন দুই বৎসর মাত্র; দুই বৎসরে (ন্যায় ব্যতীত) বেদান্তাদি অন্যান্য দর্শনে ব্যুৎপন্ন হন। তখন নবদ্বীপে ন্যায়ের বড় আদর, ন্যায় না শিখিলে পণ্ডিত সমাজে গণ্য হওয়া

যাইত না। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ন্যায়ের টোল তখন প্রসিদ্ধ ; নিমাই এখানে অল্প কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। এই টোলে রঘুনাথ ও অধ্যয়ন করিতেন। তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ছাত্র রঘুনাথ শ্রীহট্টবাসী। রঘুনাথ নবদ্বীপের পাঠ শেষ করিয়া পরে মিথিলায় গমন করেন ও পক্ষধরের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া নবদ্বীপের মহিমা বাড়াইয়া তুলেন।

একদিন নিমাই স্নানে চলিয়াছেন। ত্রয়োদশ বর্ষীয় চঞ্চল বালক দেখিতে পাইলেন, চতুষ্পাঠীর শ্রেষ্ঠ ছাত্র যুবক রঘুনাথ এক বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিয়াছেন। প্রখর রৌদ্র, শীতল ছায়াতলে রঘুনাথ ধ্যানমগ্ন, বাহ্যজ্ঞান নাই। শাখারূঢ় পক্ষীরা যে অঙ্গে বিষ্ঠাত্যাগ করিয়াছে, সে বোধও নাই। দেখিয়া নিমাই হস্তস্থিত গাড়ু হইতে কিঞ্চিৎ জল তাঁহার উপর ছিটাইয়া দিলেন। রঘুনাথের ধ্যান ভঙ্গ হইল, চাহিয়া দেখিলেন, সুন্দর নবীন কিশোর দাঁড়াইয়া হাস্য করিতেছেন। নিমাই বলিলেন—"এত কি গভীর চিন্তা করিতেছ ?" "একটা ফাঁকির উত্তর অন্বেষণ করিতেছি, সমাধান হইতেছে না।" রঘুনাথ বলিলেন। "যাহার সমাধানে তোমার এত চিন্তা, ভাই, বড় কৌতূহল হইতেছে, একবার তাহা শুনিতে।" নিমাইয়ের এ কথা শুনিয়া "তুমি আর কি বুঝিবে নিমাই !" বলিয়া প্রথমে রঘু একটু তাচ্ছল্যের হাসি হাসিলেন, তারপর—"আচ্ছা বলিতেছি "বলিয়া প্রশ্নটা উচ্চারণ করিলেন। আর কি আশ্চর্য্য ! শ্রবণমাত্র নিমাই কোন চিন্তা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রকৃত উত্তর দিলেন। রঘুনাথের বিস্ময়ের সীমা থাকিল না, বলিলেন—"নিমাই, তুই কি দেবতা ?"

এই রঘুনাথ সুপ্রসিদ্ধ "দীধিতি" গ্রন্থের রচয়িতা, ন্যায়ের এমন গ্রন্থ জগতে আর হয় নাই। এই দীধিতি যখন তিনি লিখিতেছিলেন, শুনিতে পাইলেন, সেই সময় নিমাইও ন্যায় সম্বন্ধে কি লিখিতেছেন।

শুনিয়া একদিন গঙ্গা পার হওয়ার সময় নিমাইকে ইহা সত্য কিনা জিজ্ঞাসিলেন। নিমাই বলিলেন "সত্য।" লিখাটুকু সঙ্গেই আছে জানিয়া রঘুনাথ তাহা শুনিতে চাহিলে, নৌকায় বসিয়া নিমাই পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পাঠ করিয়া নিমাই মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখেন, রঘুনাথের মুখ বিবর্ণ, চক্ষে জলধারা! "ভাই, বিস্মিত হইতেছ কেন? আমি বড় সাধে গ্রন্থ লিখিতেছি। বড় আশা ও বিশ্বাস ছিল যে এ গ্রন্থ দ্বারা অমর হইব; সে ধারণা আজ চলে গেছে। তুমি দুছত্রে যাহা লিখিয়াছ, তাহা প্রকাশ করিতে আমার তুপাত লাগিয়াছে। তোমার এ গ্রন্থ থাকিতে আমার গ্রন্থ দেখিবে কে?" রঘু রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন।

করুণার কিশোর মূর্ত্তি করুণায় গলিয়া গেলেন। তখনই স্বীয় পরিশ্রমের বস্তু ছিঁড়িয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিলেন! "কি করিলে ভাই! কি করিলে?" বলিয়া রঘুনাথ ধরিতে না ধরিতে গ্রন্থ স্রোতে ভাসিয়া ও ডুবিয়া গেল! এইরূপে জগৎ এক অমূল্য বস্তু হারাইল! নিমাই বলিলেন—"অপ্রতিষ্ঠ তর্ক শাস্ত্র, ইহার আর ভাল মন্দ কি?" সেদিন হইতে তিনি সে অফল শাস্ত্রের অধ্যয়নও ছাড়িয়া দিলেন। রঘুনাথ আবার ভাবিলেন—'নিমাই কি দেবতা?'

ন্যায়াধ্যয়ন ছাড়িয়া অতঃপর নিমাই পঞ্চানন অদ্বৈতের কাছে দুই বৎসর বেদ অধ্যয়ন করেন। প্রথমে বেদ ও পরে ভাগবত শেষ করেন। অদ্বৈত তাঁহাকে "বিদ্যাসাগর" উপাধি দিলেন। তখন নিমাইর বয়স ষোল বৎসর মাত্র।

সেই অল্প বয়সেই নিমাই নবদ্বীপে ব্যাকরণের টোল সংস্থাপন করেন। টোলে তাঁহার ছাত্র ধরিত না। অধ্যাপনাকালে তিনি ব্যাকরণের একটি টীকা লিখেন। "বিদ্যাসাগরী টীকা" নামে তাহা চলিয়াছিল।

এই সময়ে কাশ্মীর দেশবাসী কেশব নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ভারতের সর্ব্বত্র বিজয় মাল্যে ভূষিত হইয়া বাঙ্গালার সারদা পীঠে আগমন করেন। এই অসাধারণ পণ্ডিতের কথা শুনিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ ভীত হইলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ শাস্ত্র-বিচারে ভীত নহেন, কিন্তু কথা প্রচারিত হইল যে 'ইনি সরস্বতী মন্ত্রে সিদ্ধ; বিচারে অপরাজেয়।'

নিমাই পণ্ডিতগণের ভয়ের কারণ শুনিলেন; কিছু বলিলেন না—ঈষদ্ধাস্য মাত্র করিলেন। সেদিন দিবায় কাঁহারও সহিত দিগ্বিজয়ীর বিদ্যাযুদ্ধ হইল না; সন্ধ্যায় নিমাই চন্দ্রকরোজ্জ্বলা জাহ্নবী তীরে বসিয়া প্রকৃতির সুধাময়ী মূর্ত্তি হেরিতেছেন। চন্দ্রের শুভ্র কিরণ মালা তাঁহার বদনে পতিত হইয়া কি অপূর্ব্ব সুষমায় সে স্থল হাসিতেছে। কুসুম পরিমল লইয়া ধীরে সমীরণ বহিয়া যাইতেছে, ধীরে ধীরে আকাশে শুভ্র পাতলা মেঘ তূলার ন্যায় উড়িতেছে। এমন সময় সসহচর কেশব সে পথ দিয়া চলিয়াছেন। নিমাইর সঙ্গে পণ্ডিতের দেখা হইল, উভয়ে পরিচয় হইল; এবং একটী শ্লোক ব্যাখ্যা লইয়া অবলীলাক্রমে নিমাই সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাভূত করিলেন। পণ্ডিত বিস্মিত হইলেন, পরদিন প্রত্যুষেই তিনি নিমাইর দ্বারে উপনীত হইলেন, বারবার প্রণাম করিতে লাগিলেন; বলিলেন "পণ্ডিত, আমি জানিয়াছি, তুমি মনুষ্যবেশী নারায়ণ!"

নিমাই পূর্ব্ববঙ্গে।

এই সময়ে নিমাই বিবাহ করিলেন। স্ত্রীর নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। যখন লক্ষ্মীপ্রিয়ার বয়স দুই বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার পিতা বল্লভাচার্য্য কাশিনাথ ও বনমালি নামক দুইজন সঙ্গী এবং স্ত্রী ও কন্যা সহ জন্মভূমি শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আগমন করেন।

প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীহট্টীয় বৈদিকদের একটি পল্লী বসিয়াছিল; উহাকে "বৈদিক পাড়া" বলিত। শ্রীহট্টবাসিগণেব তথায় একটি "সমাজ" ছিল, সে সমাজেই পরস্পরে বিবাহাদি হইত। বনমালির ঘটকতায় নিমাই ও লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল।

বিবাহের প্রায় দুই বৎসর পরে নিমাই পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিতে ইচ্ছা করেন। "শ্রীহট্টে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের বাটী। পিতার জন্মস্থান দেখিতে কৌতূহল জন্মিবে আশ্চর্য্য কি?" * শচী নিমাইকে চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতেন না, নিমাই তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—"মা, ভাবনা করিও না, দিন কয়েক মধ্যেই ফিরিয়া আসিব। অর্থ ব্যতীত ভরণপোষণ চলে না, পদ্মাতীরে শিক্ষা দান ও অর্থোপার্জ্জন করিয়া শীঘ্রই ফিরিতেছি।"

*বঙ্গদর্শন—১২৮৪ সাল।

নিমাই সশিষ্য চলিলেন এবং অল্পদিনেই পদ্মাবতী তীরে আসিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের শস্য-শ্যামল স্নিগ্ধশ্রী বিশাল বক্ষ নদীর উদ্দাম উচ্ছ্বাস; বিশ্বনিয়ন্তার এ বিচিত্র লীলাক্ষেত্রে নিমাইর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। স্বপ্রকাশ রবি আর আপন প্রভাব লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না, কিরণজালে পূর্ব্ববঙ্গ উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে পরি-

প্লাবিত করিলেন! নবদ্বীপে যাহা লুক্কায়িত, যাহা আচ্ছাদিত ছিল, পূর্ব্ববঙ্গে তাহা ব্যক্ত হইল, প্রস্ফুট হইল। নিমাই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া হরি নামে পূর্ব্ববঙ্গ মুখরিত করিলেন; অশ্রুত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব কীর্ত্তন প্রথা প্রবর্ত্তন করিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ তালে তালে তাঁহার সঙ্গে নাচিয়া উঠিল। চৈতন্য মঙ্গলে তাই লিখিত হইয়াছে—

"নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রভু নৌকা সাজাইয়া।
পার কৈল সব লোক আপনি যাচিয়া॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগতকার এই জন্যই লিখিয়াছেন—

"অদ্যাপিও সেইভাগ্যে সর্ব্ববঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন করে স্ত্রীপুরুষে॥"

এস্থলে মহানুভব পাঠক, "সর্ব্ব বঙ্গদেশে" পদ-প্রয়োগের প্রতি লক্ষ্য করিবেন। ইহাতে কেবল পদ্মাতীরবর্ত্তী দেশমাত্র নহে, সমগ্র বঙ্গদেশই বুঝাইতেছে।

যাহাহউক, তত্তিরপুরের ঘাটে শ্রীগৌরাঙ্গ পদ্মা পার হইলেন। হইয়া পদ্মার বালুকাময় চর পার হইয়া গোপাল পুরে গমন করিলেন। পদ্মা-যমুনা সঙ্গমে উপনীত হইয়া তিনি স্নানতর্পণ করিলেন। তাহার পর কিছু কাল ফরিদপুরে হরিনাম ও বিদ্যা বিতরণের পর বিক্রমপুরের অন্তর্গত নুরপরে* গেলেন ও স্বকৃত টিপ্পনীযোগে কিছুকাল শিক্ষাদান করিলেন। এই সময় তাঁহার সঙ্গী কেহ কেহ নবদ্বীপে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা করিলেন; ঐ সময়ে তাঁহার শ্রীহট্ট গমনের অভিলাষ জন্মে। প্রেম বিলাসে লিখিত আছে :—

* নুরপুর এখন পদ্মাগর্ভে।

"কিছুদিন থাকি প্রভু ভাবিলা মনেতে।
যাইতে হইল মোর শ্রীহট্ট দেশেতে॥
পিতৃ জন্মস্থান পিতামহেরে দেখিয়া।
পদ্মাবতী তীরে ঝাট আসিব ফিরিয়া॥"

প্রভু সঙ্গীদিগকেও তাহা বলিলেন; তাঁহারা পদ্মাতীরে থাকিয়াই তাঁহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু যাত্রা করিয়া অনতিবিলম্বেই সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হইলেন। বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলা তখন বিভিন্নভাগে বিভক্ত ছিল, নামও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তিনি সুবর্ণ গ্রাম হইতে উত্তরপূর্ব্বমুখী হইয়া লাঙ্গলবন্ধে গিয়া ব্রহ্মপুত্র স্নান করিলেন, এইস্থানে শীতললক্ষা—ব্রহ্মপুত্র-সঙ্গম। কথিত আছে যে বলরামের করধৃত লাঙ্গলাকৃষ্ট হওয়ায় ইহা তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। তথা হইতে নিমাই পঞ্চমী ঘাটে গমন করেন, পঞ্চমী ঘাট হইতে পরশুরাম যজ্ঞস্থল ঘিঘাটে যান এবং তৎপর প্রাচীন নগর এগারসিন্দুরে উপস্থিত হন। এগারসিন্দুর হইতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বেতাল গ্রামে এবং বেতাল হইতে সন্নিকটবর্ত্তী প্রাচীন ভিটাদিয়া গ্রামে পৌছেন। এই ভিটাদিয়াতে লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর সহিত মিলিত হন* ও তাঁহার গৃহে চারিদিন তিনি কীর্ত্তনরসে ছিলেন। লক্ষ্মীনাথের গৃহ সন্নিকটে একটী বকুল বৃক্ষ মূলে উভয়ে উপবেশন করিয়া ইষ্ট গোষ্ঠী করিতেন। চারিদিন পরে ভিটাদিয়া হইতে চলিয়া তিনি শ্রীহট্টে প্রপিতামহ গৃহে উপনীত হন। প্রেম বিলাসে লিখিত আছে:—

* "প্রভুকে সঙ্গে করি লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী।
লইয়া গেলেন তিনি আপনার বাড়ী॥" স্বরূপ চরিত
(স্বরূপ চরিত ময়মন সিংহের গ্রন্থকার রচিত একখানা অতি প্রাচীন অমুদ্রিত গ্রন্থ।)

"লক্ষ্মীনাথে বর দিয়া প্রভু গৌরহরি।
কিছুদিন শ্রীহট্টেতে আসিলেন চলি।
বরগঙ্গা গ্রামে প্রভু উত্তরিলা গিয়া॥"

শ্রীহট্টের বরগঙ্গা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রপিতামহের স্থান, এইস্থানে প্রপিতামহের পুত্রত্রয় ছিলেন। পিতামহ সস্ত্রীক ঢাকা দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছিলেন, পূর্ব্বে বলিয়াছি। উপেন্দ্র মিশ্র কখন কখন বরগঙ্গায় আসিতেন, ভ্রাতৃবর্গও ঢাকা দক্ষিণে ভ্রাতৃগৃহে যাইতেন। সেই সময়ে উপেন্দ্র মিশ্র সস্ত্রীক বরগঙ্গায় ছিলেন সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের সেই স্থানেই পিতামহ দর্শন ঘটিল।

উপেন্দ্রমিশ্র তালপত্রে একখানা চণ্ডী লিখিতেছিলেন; শ্রীগৌরাঙ্গ পিতামহের আরব্ধ কার্য্যটী সুসম্পাদন করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যে কয়দিন তথায় ছিলেন, পিতামহীই পরম যত্নে পাক করিয়া পৌত্রকে অমৃতাহার করাইয়াছিলেন। একদিন অসময়ের একটা পরিপক্ক কাঁঠাল সংগ্রহ করিয়া নাতিকে খাইতে দিয়াছিলেন; বৃদ্ধার স্নেহামৃতে কাঁঠালের স্বাদ বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব, বৃদ্ধ উপেন্দ্রমিশ্র একদিন দৈবাৎ দেহত্যাগ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পিতামহের চিতাভস্ম পুণ্যময় বরবক্র জলে বিসর্জ্জন করিয়া আসিলেন। যে কাজ তাঁহার পিতাকেই করিতে হইত, তিনিই তাহা দৈব প্রেরিত হইয়া করিলেন এবং তাহাতেই বরগঙ্গায় আগমন সফল বোধ করিলেন। যদি তখন বরগঙ্গায় তাঁহার আগমন না ঘটিত, তবে পিতামহ দর্শন ঘটিত না, পিতামহের মনেও একটা ক্ষোভ রহিয়া যাইত।

ভস্মাস্থি বিসর্জ্জন করিয়া গৌরাঙ্গ গৃহে আসিলেন; বৃদ্ধা পিতামহী কি করুণ রোদন করিয়া উঠিলেন! নিমাই তাঁহাকে কত কথা কহিলেন, কত প্রবোধ দিলেন। কিন্তু একি? তাঁহার নিজের

নেত্র-বারি বারণ না মানিয়া কেন আপনি ঝরিতে লাগিল। রাত্রে সুনিদ্রা হইল না; কি এক উদাসভাবে সারা হৃদয় সমাচ্ছাদিত হইল! কি এক অজ্ঞাত আতঙ্ক যেন উকি দিতে লাগিল। হঠাৎ শচীমাকে মনে পড়িল, পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার রূপ চক্ষে ভাসিয়া উঠিল! কেন? চিত্ত এত চঞ্চল হইয়া উঠিল কেন? নিমাই উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং সেই দিনই নবদ্বীপে যাত্রা করিলেন। সঙ্গিগণ পদ্মাতীরে তাঁহার অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া যথাকালে গৃহে আসিলেন।

শ্রীহট্ট প্রসঙ্গ—চঞ্চল অধ্যাপক।

নিমাই উৎসাহ ভরা বুকে হাস্যফুল্লমুখে বাড়ী আসিয়াছেন। হায়! তাঁহার সাধের "লক্ষ্মীবিলাসগৃহ" যে আজ লক্ষীশূন্য! হায় হায়! বিষাদিনী জননী যে গৃহকোণে বসিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন! কি বলিয়া পুত্রকে মুখ দেখাইবেন, তিনি সম্মুখে আসিতেছেন না! নিমাই গৃহে কাহারো সাড়া পাইলেন না—ভৃত্য ঈশান ও সরিয়া পড়িয়াছেন! নিমাই মা মা বলিয়া ডাকিলেন; রুদ্ধস্রোত বালির বাধটা ভাঙ্গিয়া দিল, শচী বধূ সম্বোধনে কাঁদিয়া উঠিলেন।

কি হইল হঠাৎ?—প্রজ্বলিত দীপ্ত আলো নির্ব্বাপিত হইল,—আঁধারে দিক আবরিত করিল! নিমাইর বদন ক্ষণতরে মলিন হইয়া গেল!

বুঝা হইয়াছে—সবই বুঝা গিয়াছে; কাহাকেও কিছু বলিতে হয় নাই; হৃদয়ই সব বলিয়া দিয়াছে; অবস্থাই সব প্রমাণিত করিয়াছে। পিতামহ-গৃহে—বরগঙ্গায় অবস্থান কালে কেন হঠাৎ চিত্তফলকে বিষাদ-

ছায়া পতিত হইয়াছিল, কেন হঠাৎ কি এক উদাসভাবে হৃদয় আচ্ছাদিত করিয়াছিল, কেন পুনঃ পুনঃ জননীকে মনে পড়িতেছিল, কেন লক্ষ্মীপ্রিয়ার প্রভাময়ী মূর্ত্তি নয়ন-সমক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বুঝিলেন। বুঝিয়া ধীরে ধীরে—অতি ধীরে জননীর কাছে গেলেন, গিয়া কঠোর ধৈরজ সহকারে নানা কথায় জননীরে প্রবোধ দিলেন।

অনন্তর স্নানাহার সমাপন করিতে না করিতেই প্রতীবাসীবর্গ সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিলেন। এই সমাগত জনবর্গের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্ববঙ্গের, তথা শ্রীহট্টের, অধিবাসী ছিলেন। নিমাই পূর্ব্ববঙ্গে ও শ্রীহট্টে গিয়া সে দেশের কথ্যভাষা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। কৌতুকী নিমাই সদ্য সদ্য তাহার পরিচয় দিতে ভুল করিলেন না।

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন ঃ—

"বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া,
বাঙ্গালোর কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া।"

এ ব্যঙ্গের মাত্রা কিন্তু শ্রীহট্টবাসীদের প্রতিই অধিক ছিল—

"বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া ;
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া।" (ঐ)

একজন শ্রীহট্টবাসীর সে বিদ্রূপে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, বলিলেন—"এত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তোমার মুখে শোভা পায় না, ভাল—

"তুমি কোন্ দেশী লোক ? কহত নিশ্চয় ?" (ঐ)

অবসর পাইয়া অন্যে বলিলেন—

"পিতা মাতা আদি করি যতেক তোমার ;
বল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার ?"

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)।

এবার নিমাইর পরাস্ত হওয়া উচিত ছিল। তাঁহার পিতার জন্মস্থান শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণ, মাতার জয়পুরে। তাঁহার মেসো চন্দ্রশেখর, আর শ্বশুর বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি শ্রীহট্টবাসী, তা তিনি বুঝিতে পারিলেও ব্যঙ্গবাহুল্যে প্রশ্ন ঢাকিয়া ফেলিলেন।

* * * * * * *

পুরুষোত্তম সঞ্জয় নবদ্বীপে একজন ধনী ও গণ্যবক্তি ছিলেন, ইহার বহিরাঙ্গনেই নিমাইর টোল ছিল। নিমাইর আগমনে আবার পুরুষোত্তম-গৃহ ছাত্র কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। আবার নিমাইর পূর্ব্ব চাঞ্চল্য দেখা দিল, কিন্তু এবারকার বিদ্রূপবানটা বৈষ্ণবদের উপরেই অধিক বর্ষিত হইতে লাগিল।

নবীন বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে দেখিলে ভয়ে পাশ কাঁটি[illegible] যাই[illegible]ন। একদিন মুকুন্দ দত্ত দেখিতে পাইলেন, নিমাই শিষ্যসহ পথ দিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে সেই পথে যাইতে হইবে, মধ্যপথে উভয়ের সম্মিলন অনিবার্য্য। কিন্তু নিমাইর সম্মুখে পড়েন, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। তিনি একটু ইতস্ততঃ করিলেন, তাহার পর অন্য পথ ধরিলেন। মুকুন্দের অভিপ্রায় চতুর পণ্ডিতের কাছে ধরা পড়িল, অমনি তিনি মুকুন্দকে ডাকিতে লাগিলেন। অল্পবয়স্ক হইলেও এত বড় পণ্ডিতের আহ্বান অগ্রাহ্য করা চলে না, মুকুন্দ শুষ্কমুখে সম্মুখীন হইলেন।

তখন নিমাই বলিতেছেন—"মুকুন্দ, আমাকে দেখে পলাও কেন?" মুকুন্দ কি উত্তর দিবেন? তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিতেছেন—"বুঝিয়াছি, তোমরা বৈষ্ণব, অবৈষ্ণবের সহিত বৃথা কথা কহিতে ভাল লাগে না; তা' বেশ, আমিও বৈষ্ণব হইতে চেষ্টা করিব।" বলিয়া অমনি উচ্চহাস্য। শিষ্যগণও হাসিতে লাগিল; মুকুন্দও হাসিয়া গন্তব্য পথে চলিলেন।

আর একদিন প্রতিবাসী ও পিতৃবন্ধু শ্রীবাস সশিষ্য নিমাইকে পথে পাইয়া বলিলেন—"ভাল নিমাই! এ তোমার কেমন ব্যবহার; তুমি বৈষ্ণব পাইলেই বিদ্রূপ করে থাক শুনিতে পাই। তুমি পণ্ডিত হইয়াছ, বয়স ও বৃদ্ধি হইতেছে, এখন কি আর চাপল্য শোভা পায়?" নিমাই ভালমানুষটীর মত মাথা হেঁট করিয়া শুনিতেছিলেন। কথা শেষ হইলে বিনয় নম্রভাবে তেমনি হেট মাথে বলিলেন—"আরো কিছুদিন পড়াশুনা করে নেই, তারপর বৈষ্ণব হইতে আমারও ইচ্ছা।" কিছুক্ষণ থামিয়া পরে পুনঃ বলিতেছেন "তবে যে সে বৈষ্ণব হইব না, এমন বৈষ্ণব হইব যে ব্রহ্মা শিব পর্য্যন্ত আমার দ্বারস্থ হইবেন।" এই বলিয়াই হাস্য করিয়া উঠিলেন। 'চঞ্চলকে ভাল উপদেশ দিতে আসিয়াছিলাম,' ভাবিয়া শ্রীবাস আর দাঁড়াইলেন না।

শ্রীধর পরম সাধু, দরিদ্র ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপে একখানা কুড়ে ঘর আছে, স্ত্রী স্বামীতে তাহাতে কোনরূপে বাস করেন। মোচা, কলা, থোড়, শাক সব্জি বিক্রয় দ্বারা যে যৎসামান্য মিলে, তাহাতেই কষ্টে সৃষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। এই দীন বৈষ্ণবের সহিত নিমাইর কন্দল লাগিয়াই থাকিত!

বাজারে দূরে সশিষ্য নিমাইকে আসিতে দেখিয়াই শ্রীধর তাঁহার জন্য ভাল মোচা বাছিয়া রাখিয়া দিলেন ও যাওয়া মাত্র তাহা দিয়া বলিতেছেন—"পণ্ডিত, এটি তোমায় দিলাম, মূল্য দিতে হইব না; তুমি কোন উৎপাত না করিয়া চলিয়া যাও।"

"কি উৎপাত? তোমার যে গুপ্তধন আছে, তাহা অচিরেই প্রকাশ করে দিতেছি; তুমি আর লোক তাড়াইতে পারিবে না।" নিমাই সহাস্যে বলিলেন।

শ্রীধর—"দোহাই ঠাকুর, চলিয়া যাও।"

নিমাই—"তুমি যে নিত্য গঙ্গার অর্চ্চনা কর, সে গঙ্গা আমার দাসী, তা' কি জান?"

"বিষ্ণু বিষ্ণু! দেবতা বলিয়াও ভয় নাই!" বলিয়া শ্রীধর কাণে হাত দিলেন। কিন্তু তখনি চাহিয়া দেখেন, নিমাইর বদনে কি এক স্বর্গীয় জ্যোতি খেলা করিতেছে! নিমাই হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন; শ্রীধর অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—গয়া গৌরাঙ্গ।

স্ত্রী বিজয়া দেবীর অনুমোদনে বৈদিক বিপ্র দুর্গাদাস জন্মভূমি শ্রীহট্ট পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। এই দ্বিজ দম্পতির পুত্র সনাতন ও কালিদাস। সনাতন নবদ্বীপে রাজপণ্ডিত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাই প্রেম বিলাস বলেন—

"শ্রীহট্ট নিবাসী দুর্গাদাস মহামতি,
সস্ত্রীক নদীয়া আসি করিলা বসতি;
তার দুই পুত্র অতি গুণধাম। ইত্যাদি।

সনাতনের কন্যার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। নবদ্বীপে তখন বৈদিক বিপ্র বড় ছিলনা। শ্রীহট্ট হইতে যে সকল বৈদিক বিপ্র নবদ্বীপে উপনিবিষ্ট হইয়া ছিলেন, তাহাদের মধ্যেই আদান প্রদান চলিত। এই সমাজটী নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল বলিয়া প্রায়ই পাত্র বা পাত্রীর অভাব হইত। সৎপাত্র না পাওয়ায় সনাতনের কন্যার বিবাহের বয়স যায় যায় হইয়া পড়িয়াছিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে ও গুণে অতুল্যা;—সুশীলা, সরলা, কমনীয়া, যেন বিদ্যুৎ-মণ্ডিত নবনীত-নির্ম্মিত মূর্ত্তি। বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে কি হইত

জানিনা কিন্তু এত প্রবীনা প্রাচীনাকে ফেলিয়া, গঙ্গাঘাটে যখনই শচী দেবীর সহিত দেখা হইত, বিনম্রা বালা তখনই তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। শচী মোহিতা হইয়া কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিতেন। মনে হইত, ইহাকে বধূ করিলে হয় না? শ্রীহট্টবাসী ঘটক কাশীনাথ শচী দেবীর অভিপ্রায়ানুসারে এই সম্বন্ধ সুস্থির করিলেন।

এক নিশামুখে বিষ্ণুপ্রিয়ার আশালতা পুষ্পিতা হইল; সৌরভিত সমীরণ সংবাদটী বহন করিয়া নবদ্বীপে ছড়াইয়া দিল। বিষ্ণুপ্রিয়া অহোরহঃ প্রেমসুধা পানে বিভোরা হইয়া রহিলেন। কিন্তু হায়, এত সুখে মন কেন চম্‌কিয়া উঠে; কেন কি অজ্ঞাত আশঙ্কার উদয় হয়?

বিবাহের প্রায় বৎসরেক পরে নিমাই পিতৃপিণ্ড প্রদানার্থ গয়াধামে গমন করেন। নিমাই বিষ্ণুপদ দর্শন করিলেন, দেখিতে দেখিতে চক্ষু পলকহীন হইল; দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায় হইল; দেখিতে দেখিতে তাঁহার নেত্র হইতে জলধারা বহিতে লাগিল। ধারার পর ধারা, ধারার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই! এত জল কি মানুষের চক্ষুতে থাকে? পাশের লোক নেত্রজলে ভিজিয়া গেল, কেন না নেত্রজল পিচকারীর মত ছুটিয়া পড়িতেছিল।

লোক চমকিত হইল, গয়ার লোক বলিতে লাগিল, "ইনি মনুষ্যবেশী বিষ্ণু স্বয়ং। গয়াতে তখন এই জনরব রটিল যে, বাঙ্গালা দেশ হইতে এক ব্রাহ্মণকুমার আসিয়াছেন, তিনি বিষ্ণু স্বয়ং। বাঙ্গালা দেশের যতী ঈশ্বরপুরী সে সময় গয়াতে ছিলেন, শুনিয়া তাঁহার কৌতুহল হইল, তিনি গিয়া দেখিলেন, ইনি নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত, এই পুরী পূর্ব্বে যখনই নিমাইকে দেখিতেন, তাঁহার মনে হইত, নিমাই মানুষ নহেন। কাজেই জনরবটীকে তিনি বরণ করিলেন।

ঈশ্বর পুরী পরম ভাগবত, বহুদিনে তাঁহাকে দেখিয়া নিমাই

লুটাইয়া পড়িলেন ও তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলেন। দীক্ষান্তে নিমাই উন্মত্তের ন্যায় কৃষ্ণ দর্শনজন্য বৃন্দাবনমুখে ধাইলেন; বহু চেষ্টায় বহু যত্নে মেসো চন্দ্রশেখর ও অপর সঙ্গিগণ তাঁহাকে বাড়ী লইয়া আসিলেন।

নিমাই বাড়ী আসিলে অনেকেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। কিন্তু এবার সম্পূর্ণ ভাবান্তর! বৈষ্ণবগণ শুনিলেন, নিমাইর ভক্তি কথা ব্যতীত অন্য কথা মুখে নাই; তাঁহারা প্রকৃতই আনন্দিত হইলেন। শ্রীবাস বলিলেন—"নিমাইর ন্যায় শক্তিধর দলে আসিলে, কাহাকেও ভয় করি না।" তদ্দণ্ডেই তিনি নিমাইকে দেখিয়া কথার সত্যতা প্রত্যক্ষ করিলেন।

জনে জনে জনে ভক্তগণ নিমাইর পরিচয় পাইলেন। জনে জনে জনে তাঁহার ভক্তি, তাঁহার আকুল আর্ত্তি, তাঁহার অননুভূতপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রীতি দর্শনে পুলকিত হইলেন। নিমাই যথার্থই বলিয়াছিলেন—"আমি যে সে বৈষ্ণব হইব না।"

* * * * *

অগাধ সলিলে ভাসমান জন হঠাৎ আশ্রয় পাইলে তদবলম্বনে জীবনের আশায় যেমন পুলকিত হয়, মরু সাগর-বাহী পথিক তপ্ত-বালুকা উত্তরণ করিতে করিতে হঠাৎ তরু ছায়াচ্ছন্ন ভূখণ্ড পাইলে যেমন তৃপ্ত হয়, পাষণ্ড পরিবেষ্টিত ভক্তবর্গও তেমনি পুলকিত, তেমনি উৎফুল্লিত হইলেন। তাঁদের আর ভয় নাই, যে জগাই মাধাইর ভয়ে নদীয়া প্রকম্পিত হইত, নিমাইর একটি ইঙ্গিতে হরিদাস ও নিতাই নামের স্রোতে তাঁদেরে ভাসাইয়া দিলেন! কিন্তু খলের ক্রূরতা সহজে যায় না, মাধাই আরক্ত নেত্রে চাহিল, কলসীর কাণা তুলিয়া সোণার অঙ্গে প্রহার করিল! ধারে শোণিত পড়িতে লাগিল!

জগৎ হাহাকার করিয়া উঠিল, সমীরণ হাহুতাশে সোঁ সোঁ করিয়া বহিয়া গেল!

কিন্তু নিতাইর ভ্রূক্ষেপ নাই; পাতকীর তরে প্রাণ কাঁদিয়াছে, প্রেম নদীতে বাণ ডাকিয়াছে। নিতাই কহিলেন—"মাধাই ভাই! মেরেছিস মেরেছিস, একবার হরি বলে আমায় কিনে নে ভাই!" এই অমৃতবাণী জগৎ শুনিল; দেবগণ এ অমৃতবাণী শুনিয়া বুঝিবা নৃত্য করিলেন।

নিমাই আসিলেন; সে করুণার চিত্র প্রত্যক্ষ করিলেন। জগাই মাধাইও দেখিল—সেই মহিমাময় মূর্ত্তি। শুনিল—সে কৃপার আহ্বান; বুঝিল আপনাদের অপরাধের পরিমাণ। তাহারা কাঁপিতে লাগিল—যাহা কদাপি দেখে নাই, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাদের সর্ব্ব গর্ব্ব, সর্ব্ব দর্প কোথায় উড়িয়া গেল; বিনত হইয়া পড়িল তাহারা—সেই মহিমাময়ের মহৎ পদপ্রান্তে। নিমাই—করুণাময় নিমাইর করুণনেত্রে করুণার ধারা ঝরিতে লাগিল; তাহাদের সকলই মার্জ্জনা করিলেন; জগাই মাধাই দুই মহাপাতকী নিমেষে তরিয়া গেল! ভক্তগণ এ অতুল্যচিত্র বিলোকনে হরি হরি বলিয়া উঠিলেন; জগাই মাধাই ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

* * * * *

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।"

কীর্ত্তন ছিল না আগে; নিমাই সর্ব্বপ্রথম নামের মালা গাঁথিয়া তানলয় সহকারে সঙ্গীত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। এজন্য তিনি "সংকীর্ত্তনৈক পিতরম্।

মৃদঙ্গ করতাল যোগে উচ্চৈঃ সংকীর্ত্তনের সৃষ্টি হইল, নগরের লোক হরিনামে মাতিয়া উঠিল। যে সকল লোক নূতনের পক্ষপাতি নহে,

তাহারা বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। কিন্তু কীর্ত্তনের প্রবল স্রোতমুখে তাহাদের ক্ষীণরব ডুবিয়া গেল। তাহাতে তাহাদের ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পাইল এবং তাহারা মোসলমান কাজির আশ্রয় লইল। তখন মোসলমান-শক্তি হিন্দুধর্ম্ম-পীড়নে বিশেষ উৎসাহ দেখাইত; কাজিও শ্লাঘা বোধে অনতিবিলম্বে কার্য্যে অবতীর্ণ হইলেন; কীর্ত্তনে বাধা দান করিলেন। কাজির পাইকগণ প্রবল উৎসাহে পথে পথে ঘুরিয়া নিরীহ বৈষ্ণব-গণকে পীড়া দিতে লাগিল।

প্রচারিত হইল—গৌড়ীয় সৈন্য বৈষ্ণব দলনে আসিতেছে। নগরে মহাভীতি সঞ্চারিত হইল। নিমাই ও এ জনরব শুনিলেন, তিনি বুঝিলেন যে এ জনরব মিথ্যা হইলেও সাধারণে ইহার প্রভাব কম নহে। তিনি শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে বুঝাইয়া বলিলেন যে এ জনরব অমূলক। বলিতে বলিতে তাঁহার ভাবান্তর ঘটিল, নিমাই মুহূর্ত্ত মধ্যে গম্ভীর হইলেন। হঠাৎ হাস্য কোলাহলপূর্ণ তরঙ্গিত প্রকৃতি নিবাত নিষ্কম্প স্থির হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে নিমাইর বদন প্রজ্জ্বলৎ প্রভায় পূর্ণ হইল। যে নিমাই আপনাকে দীন হইতেও দীন মনে করেন, তিনি তখন ঈশ্বর ভাবে অভিভূত হইয়া ভক্তগণকে অভয় দিতেছেন। নিমাই এখন আর নরশিশু নহেন, নিমাই ভগবানা-বেশে বলিতেছেন—"কি ভয় তোদের, ভক্তগণ! স্বয়ং কৃষ্ণ যাদের হৃদয় সিংহাসনে সদা বিরাজিত, কি ভয় তাদের? যদি রাজ-সৈন্য আসে—কি ভয় তাতে? তারা হরি বলিয়া তোদের সহিতই নাচিবে; প্রমাণ দেখ।"

নিকটে শ্রীবাসের চার বর্ষ বয়স্কা ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী খেলিতেছিল, তাহাকে বলিলেন—"নারায়ণি! তুমি কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য কর।" নারায়ণী—সেই চারিবৎসরের শিশু, আদেশ শুনিয়া চাহিল; চাহিতে চাহিতে

তাহার চক্ষু অপলক হইল, অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। চাহিতে চাহিতে নেত্র দিয়া কৃষ্ণ প্রেমের ধারা বহিল; নারায়ণী 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কৃষ্ণবিরহে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। যখন বহুক্ষণ পরে তার চৈতন্য হইল, সে উঠিয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া নাচিতে লাগিল।

ব্যাপার দৃষ্টে ভক্তবর্গ বিস্মিত হইলেন, ভক্তের ভগবান্ রক্ষক থাকিতে বৃথা ভয়ের স্থান নাই। বৈকুণ্ঠের পথ কুণ্ঠাশূন্য—ভয় বিরহিত। নিমাই বলিলেন—"ভক্তগণ আজি নগরে কীর্ত্তন বাহির হইবে, এ কথা প্রচারিত কর।"

দাবানলের ন্যায় এ কথা প্রচারিত হইল; কি এক দৈববলে সকলেই উৎফুল্ল মনে কীর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এবং বেলা অবসান হইতে না হইতেই নগরের লোকে একত্রিত হইতে লাগিল। লোকের সংখ্যা নাই—সীমা নাই। বর্ত্তিকা—মশাল সহস্রে সহস্রে জ্বলিয়া উঠিল। আলোকিত নগর, আলোকিত মন, আনন্দ-কল্লোলিত নদীয়া।

ভক্তগণ প্রেম-পুলকে পুরিয়া, প্রাণ ভরিয়া গোরাকে সাজাইল। কুসুম-পেলব তনুখানি ফুলে ফুলে খুলিল ভাল। দলে দলে কীর্ত্তন চলিল, হিল্লোলে হিল্লোলে ভক্তপ্রাণ নাচিতে লাগিল; মহলে মহলে নাচিয়া নাচিয়া নিমাই চলিলেন।

নিমাই চলিলেন, কোথায় চলিলেন? কাজির মহলায় চলিলেন। কাজি কোথায়? যিনি হিন্দুধর্ম্ম নিরোধে অতি তৎপর, আজি কোথায় তিনি? আজি অযাচিতভাবে তাঁহার গৃহে যে নিমাই বৈকুণ্ঠের ধন বিতরণ করিতেছেন, তিনি কি তাহা নিবেন না? আজি কোথায় তিনি?

কাজি! মনের কুণ্ঠা ছাড়; ঐ যে বৈকুণ্ঠ-পতি বৈকুণ্ঠের ধন বিলাইতে তোমার দ্বারে উপনীত? এ সময় তোমার অনুশোচনা

কেন? ভাসাইয়া দাও—অনুশোচনা ক্ষোভ! ইতিপূর্ব্বে অন্যায় করিয়াছ, খোল ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তন রোধিয়াছ; তাতে কি হইয়াছে? তাতে ত করুণাময়ের করুণা কম পড়িবে না? তুমি কি শুন নাই যে মাধাই নিতাইর অঙ্গে প্রহার করিয়াও ঐ দিগন্ত ব্যাপি করুণার হাত ছাড়াইতে পারে নাই? ভয় কি, দুঃখ কি, কাজি! অগ্রসর হও। বন্যামুখে আত্মগোপন করিও না, বন্যায় গা ভাসাইয়া দাও, অনন্তের পথে ছুটিবে।

সুবোধ কাজি তাই করিলেন। কৃষ্ণ-প্রেম-বন্যায় গা ভাসাইয়া দিলেন। আর কৃষ্ণ-প্রেম-প্রবাহ কাজিকে নাচাইয়া নাচাইয়া অনন্তের পথে ছুটিয়া চলিল। কাজি সে প্রেমামৃতে আপ্লাবিত হইয়া চিরতৃপ্ত হইলেন।

কাজি আজি কীর্ত্তন বিরোধি নহেন, কাজি আজি পরম ভক্ত। কাজি প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহার বংশানুক্রমে কেহ হিন্দু ধর্ম্মে বাধা দিবে না, বংশানুক্রমে কেহ গো বধ করিবে না। হরিধ্বনি আকাশ কম্পিত করিল, ধন্য ধন্য রব উঠিল। নিমাই নৃত্য করিয়া হরিধ্বনির ভিতর দিয়া কীর্ত্তন লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

সন্ন্যাসী।

বিষের বীজ সহজে মরেনা। যে বীজোৎপন্ন বৃক্ষে বিষফল ফলে, সে বীজ বড় কঠিন। কিন্তু বৃক্ষে বিষফল বিলাইলেও তার ছায়া তপ্ত নহে, সে শীতলতা দিতে কৃপণ হইবে না। কাজি-দলন ব্যাপারে নদীয়ার বিষ বীজ অগ্নি-গর্ভ ভূধরের ন্যায় বিষ উদ্গীরিত করিতে লাগিল। শুনিয়া ভক্তগণ ব্যথিত হইলেন। নিমাই সকল শুনিলেন;

আরও শুনিলেন—তাদের হলাহল বিজৃম্বিত মন্ত্রণা, সোণার অঙ্গে প্রহারের কল্পনা! তাহাদের জন্য নিমাইর কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সত্যের তনয়—পুণ্যের পুত্র মানবের এ হীনতা কি যায় না? যাইবে,—নিমাইর করুণ প্রাণ কাঁদিয়াছে, আর থাকিবে না,—যাইবে। বিষের বীজ হলাহল-গর্ভ অনল পূর্ণ বটে, কিন্তু তার উপলক্ষেই জগৎ শীতল ছায়া প্রাপ্ত হইবে।

নিমাই স্থির করিলেন, মানবের এ হীনতার প্রায়শ্চিত্য তিনি করিবেন। একবার স্বয়ং হাত পাতিয়া জগাই মাধাইর পাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবার মানব জাতির হিত-তরে তিনি গৃহের বাহির হইবেন; কাঙ্গালের জন্য কাঙ্গাল হইবেন। তিনি স্পষ্ট বাক্যে ভক্তগণকে বলিলেন—

"করিল পিপ্পলি খণ্ড কফ নিবারিতে,
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে।"
(চৈতন্যভাগবত)।

ভক্তগণ নিমাইর অভিপ্রায় যে না বুঝিলেন, এমন নহে। গদাধর শুনিয়াছিলেন, শুনিয়া তাঁহার বুদ্ধি-বিলোপ ঘটিল। রাম রাজা হইবেন, না কোথায় বনে চলিলেন! যশোদা পুত্রকে ক্ষীর নবনী খাওয়াইতেছেন, হঠাৎ অক্রূর তাকে হরে নিয়ে চল্লেন! গদাধরের যখন জ্ঞান ফিরিয়ে আসিল—সংসার যেন তাঁর চক্ষে ঘুরিতে লাগিল; তিনি তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া বন্ধু মুকুন্দের কাছে গেলেন, গিয়া হাফাইয়া বলিতেছেন :—

'প্রাণের মুকুন্দ হে, আজি শুনিনু আচম্বিত;
কহিতে পরাণ যায়, মুখে নাহি বাহিরায়, গৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ!
ইহা ত না জানি মোরা; সকলে মিলিনু গোরা, অবনত মাথে আছে বসি,
নির্ঝরে নয়ন ঝরে, বুক বাহি ধারা পড়ে; মলিন হইয়াছে মুখশশী!

দেখিয়া তখন প্রাণ, সদাকরে আনচান, সুধাইতে নাহি অবসর ;
ক্ষনেক সম্বিত হৈল, তবে মুই নিবেদিল, শুনিয়া দিলেন উত্তর।
আমিত বিবশ হৈয়া, তারে কিছু না কহিয়া, ধাইয়া আইনু তবপাশ ;
এইত কহিনু আমি, যে কহিতে পার তুমি ; মোর নাই জীবনের আশ !'
শুরিয়া মুকুন্দ কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে, গদাধরের বদন হেরিয়া ;
গোবিন্দ ঘোষে কয়, 'ইহা যেন নাহি হয়, তবে মুই যাইব মরিয়া।"

গদাধরের কথায় মুকুন্দের প্রাণ উড়িয়া গেল; গোবিন্দঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ও বিহ্বলিত হইলেন;—"হায় হায়! এ হ'লে কি আর কেউ বাঁচ্‌বে ?" ভক্তগণ সকলেই শুনিলেন, সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন !

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার রোধ হইতে পারে না, স্বতন্ত্র পুরুষ কাহারো পরতন্ত্র নহেন। তিনি সত্যসঙ্কল্প, তিনি "সুদৃঢ়ব্রত।" কিছুতেই হইল না,—যিনি কুসুমকোমল, তিনি আজ হায়, বজ্রাদপি কঠোর হইলেন। লোকোত্তর নিমাইর এ চরিত্র- বৈশম্য আশ্চর্য্য বটে।

সোণার সংসার, স্বজনের স্নেহামৃত, লোক-ললামভূতা স্বর্গ-সুন্দরী কিশোরী বনিতার অনাবিল প্রেম, কিছুতেই—কিছুতেই সে সঙ্কল্প শিথিল করিতে সমর্থ হইল না। জগতের যে বিষাদ-তমসায় তাঁহার চিত্ত ডুবেছে, এদের কিছুতেই চিত্তকে তাহা হ'তে তুলে আনিতে পারিল না। নিমাই চলিলেন।

যাবে ?—যাও, তোমায় কে রাখবে ? কিন্তু প্রাণে যে ধৈরজ ধরিতেছে না। হৃদয় যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তোমায় কি বুঝাইব ? পোড়া চক্ষুও বারণ মানিতেছে না—ফাঁটিয়া জল পড়িতেছে; বুক ভাসিতেছে; কিন্তু কই, বুকের জ্বালা তাতে ত নিবিতেছে না ? এ জ্বালা কি নিবিবে ? নিমাই ! তুমি আমার কে, তা কি জান ?

তুমি যে প্রাণের প্রাণ, তুমি যে প্রাণের চেয়ে ও অধিক! তা হোক, যদি তুমি নিজ সুখের তরে—আপন স্বার্থের জন্যে আমাদেরে বর্জ্জন করে যাইতে, মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম; কিন্তু তাত নহে, তুমি তোমার ঐ চাচর চিকুর পরিহার করেছ, কন্থা-করঙ্গ কৌপিন লইয়াছ, পথে দাঁড়াইয়াছ, শুধু আমাদের জন্য। আমরা—যারা তোমায় ইচ্ছা করিয়া নিন্দে করিতে উন্মুখ, যারা সদা পাপ-লিপ্ত ও দুর্ম্মুখ—তাদেরই জন্য তোমার এ বেশ। তাদেরই জন্য তোমার অবলম্বনহীনা প্রাচীনা জননী ও বালিকা ঘরনীকে ও কি উত্তপ্ত অগ্নি হৃদয়ে বহন করিতে হইল। এ জ্বালা যে নিমাই! মরিলেও ঘুচিবে না? নিমাই! তোমার কাছে আমাদের এ ঋণের তুলনা নাই; এ ঋণ অশোধ্য। এ ঋণ—মানব! পিতৃ ঋণ মাতৃ ঋণ হইতেও বড়, শোধের চেষ্টাও অন্ততঃ না করিলে গত্যন্তর নাই।

এস ভাই! তাই সর্ব্বাগ্রে এ ঋণ শোধের প্রাণপণ চেষ্টা করি। হেরে, প্রাণ কি তোমার আনচান করিতেছে না? ঐ যে নবীন উদাসীন দীন-নয়ন অশ্রুধারায় প্লাবিত কয়িয়া তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন? তাঁকে কি নিরাশ করিবে? দাও—দাও, সোণার মানুষকে ভিক্ষা দাও; এস ভাই!—ছুটিয়া এস; আগে ঋণ শোধের চেষ্টা কর—একবার হরি হরি বল।

ইহাই ভিক্ষা; তিনি যে আর কিছু চান না। ইহাই ভিক্ষা; এই ভিক্ষা নিবেন বলেই তিনি রাজ সিংহাসন ত্যজিয়া, প্রেয়সী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া পথে দাঁড়াইয়াছেন। অতএব বল—হরি হরি বল; বাহু তুলিয়া হরি হরি বল। জগৎ দেখিবে বাঙ্গালী ঋণ শোধে চেষ্টিত, জগৎ জানিবে—বাঙ্গালী অকৃতজ্ঞ নহে। জগৎ তাহা হইলে বুঝিবে—বাঙ্গালী মরে নাই, বাঙ্গালীর প্রাণ আছে; বাঙ্গালী

আহ্বানে সাড়া দিতে জানে। বল ভাই—হরি হরি! হরি ধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ হোক, সমীরণ নাম-গীতি গাহিয়া দিশে দিশে বিচরণ করুক; প্রতিধ্বনি প্রাণ মাতাইয়া গাউক—হরি, হরি, হরি!

শ্রীচৈতন্য শান্তিপুরে—জসোড়ায় ও অম্বিকায়।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া উন্মত্ত নিমাই বৃন্দাবনমুখে ধাইলেন; 'মুকুন্দ' রব; অন্তর-চোর মুকুন্দকে ধরিবেন, জড়াইয়া ধরিবেন। মন চুরি করিয়া—বিরহে জ্বালাইয়া আর যেন পলাইতে না পারেন। হায় নিমাই! তুমি যে আর এক বিরহ-কাত… নব… …কে স্নেহে ছুটিতেছে, তাঁর প্রাণেও যে তোমারই মতন বিরহাগুন জ্বলিতেছে, তা ত তুমি জানিতেছ না? তুমি যদি স্ববশে থাকিতে, যদি তোমার বাহ্যজ্ঞান থাকিত, তবে কদাপি পলাইতে পারিতে না। তোমার যেমন কোমল হৃদয়, তুমি কদাপি তাহা সহ্য করিতে পারিতে না। ঐ যে শত শত ভক্ত ধূলায় পড়িয়া হায় হায় করিতেছে, তাদের কথা না ভেবে পারতে না। তোমার বাহ্যজ্ঞান নাই, বাহিরের কিছু জানিতে পারিতেছ না—না জান; কিন্তু ইহাদের প্রেমের টান ত ব্যর্থ হইবার নহে; সে টানে তুমি বাঁধা পড়িয়াছ। তিন দিন এদিক ওদিক ঘুরিয়া ধরা পড়িয়াছ; তাই নিতাই তোমায় শান্তিপুরে আনিতে পারিয়াছেন।

আজ শান্তিপুরে লোক ধরিতেছে না, নবদ্বীপ যেন ভাঙ্গিরা আসিয়াছে। ওগো পণ্ডিত! এই নিমাইকে না তোমরা সুনজরে চাহিতে পারিতে না, কেহ কেহ না তাঁহাকে মারিতে কল্পনাও

করিয়াছিলেন? আজ কেন তাঁহাকে দেখিতে দৌড়িতেছ? পারের নৌকায় লোক ধরিতেছে না, নৌকা আসিবার বিলম্ব টুকুও প্রাণ মানিতেছে না, সাঁতারিয়া গঙ্গা পার হইতেছে! ধন্য নিমাইর প্রীতি! অপূর্ব্ব তাঁহার আকর্ষণ। আনন্দে নিমাই সকলকেই আলিঙ্গন দিতেছেন।

ভক্তগণ শচী দেবীকে আনিয়াছেন। মাতা পুত্রে সাক্ষাৎ হইয়াছে। নিমাই মাকে বলিয়াছেন, চিত্তের বিক্ষেপে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও তিনি জননীর আজ্ঞাবহ; জননী যাহা বলিবেন, তাহাই করিবেন। অনেকেই আশা করিয়াছিলেন, শচী দেবী হয়ত বলিবেন—"বাছা দূরে যাইও না —প্রাণে মারিও না।" কিন্তু তাঁহারা ভাবেন নাই যে, ইনি গৌরাঙ্গের জননী। জননী বলিলেন—"বাছা আমার গৃহের বাহির হইয়াছে, তাঁহার অশুভ হয় অযশ হয়, নিজ সুখের তরে তাহা করিব না। নিমাই নীলাচলে থাকুক, নীলাচলে সময়ে সময়ে তোমরা যাইতে পারিবে—খবর পাইব!" শচীদেবীর কথায় ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন, পুলকিত হইলেন।

শচীর তখন আর একটা কথা মনে জাগিল। তিনি নিমাইকে চক্ষের অন্তরাল করিতে চাহিতেন না, তিনি যতই বাঁধিতেছিলেন, বিধাতা ততই খুলিতেছেন। নিমাই যখন গর্ভে, শ্বাশুড়ী তখন তাঁহাকে একটা অনুরোধ করিয়াছিলেন; এ যাবৎ তাহা নিমাইর নিকট বলা হয় নাই। নিমাইকে শ্রীহট্টে তাঁহার কাছে একবার প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিমাইকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারেন নাই বলিয়া শচী দেবী তাহা বলেন নাই। মিমাই পূর্ব্ববঙ্গে যখন ইতি পূর্ব্বে গমন করেন, তখন পদ্মাতীর পর্য্যন্তই যাইবেন জানিতেন, আরও অগ্রসর হইবেন বলিয়া জানিতেন না, কাজেই তখনও বলা হয় নাই।

যদিও ঐ সময়ে পিতামহীসহ নিমাইর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু সে শোভা দেবীর গৃহে নহে, এবং তখন শ্বাশুড়ীর অনুরোধও তাঁহাকে শচী জ্ঞাপন করেন নাই। এখন শচী দেবীর মনে হইল যে তিনি বড়ই স্বার্থপর, তাঁহার এই পাপেই হয়তঃ নিমাই আজ বৃক্ষতলবাসী হইল, তাঁহার চক্ষের বাহির হইতে হইল। শচী শিহরিয়া উঠিলেন; নিমাই গৃহত্যাগী হইলেও কুশলে থাকুক, শত যোজন দূরে থাকিলেও নিমাইর মঙ্গল হ'ক, শ্বাশুড়ীর মনঃকষ্টে—তাঁহার নিজের দোষে, যেন নিমাইর অকুশল না হয়।

শচী তখন নিমাইকে নির্জ্জনে নিয়া শ্বাশুড়ীর সেই অনুরোধ-বৃত্তান্ত বলিলেন। মাতৃমুখে একথা শুনিয়া নিমাই মাতৃপ্রতিজ্ঞা রক্ষার তরে শান্তিপুর হইতে দ্বিতীয়বার শ্রীহট্টে—ঢাকা দক্ষিণে—আগমন করেন।

* * * * *

শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস দর্শন করিয়া গঙ্গাধর মিশ্র পাগল হইয়া গিয়াছিলেন। নিমাইর নূতন নামের "চৈতন্য" শব্দটী উন্মত্তের চিত্তে গাঁথিয়া রহিয়াছিল; স্নানাহার ত্যাগ করিয়া সমস্ত দিবারাত্রে তিনি ঐ শব্দটা বলিতে বলিতে গঙ্গাতীরে ভ্রমিতেছিলেন।

তালখড়ীর লোকনাথ যখন সন্ন্যাস কথা শুনিলেন, তখন তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি আর দেশে রহিলেন না, গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। নিমাইর ঐ নিদারুণ দীনবেশ দেখিলেন না।

নদীয়ার পুরুষোত্তমও শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসীকে দেখিতে শান্তিপুরে গেলেন না। নিমাইর উপর রাগ করিয়া তিনি ভক্তির বিরুদ্ধ জ্ঞান চর্চ্চার স্থান কাশীতে গেলেন ও নিজেও সন্ন্যাসী হইলেন।

* * * * *

জগদীশ পণ্ডিতের পূর্ব্ববাস শ্রীহট্টে ছিল, ইহার স্ত্রীর নাম দুঃখিনী,

নদীয়ায় শচীর গৃহের সান্নকটে বাড়ী ছিল। নিমাই যখন তিন বৎসরের শিশু, তখন এক একাদশী তিথিতে ইঁহার প্রস্তুত বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইবার জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রন্দন কিছুতেই থামে না, অগত্যা জগদীশ নৈবেদ্য আনিয়া দিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, শিশুদেহে থাকিয়া গোপাল নৈবেদ্য চাহিতেছেন। যখন নিমাই বড় হইলেন, যখন ভক্তগণ 'ভগবান্' বলিয়া তাঁহাকে অবধারণ করিলেন, তখন জগদীশের বড়ই আনন্দ।

প্রেমিক যে জন, তাঁহার চিত্তপটে প্রেমাস্পদের জীবন নাটকের ভাবি ছায়াপাত হইয়া থাকে, ইহা বিচিত্র নহে। জগদীশ নিমাইকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন, প্রাণাধিক ভালবাসেন; নিমাই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, এ করুণ চিত্র একদা তাঁহার চিত্রফলকে জাগিয়া উঠিল। তিনি পুনঃ পুনঃ মুছিতে লাগিলেন, চিত্র পুনঃ পুনঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া ফুটিতে লাগিল! এ দৃশ্য দেখিয়া জগদীশ কাহাকেও কিছু না বলিয়া নদীয়া ছাড়িয়া সস্ত্রীক জশোড়ায় চলিয়া গেলেন। এবং জগন্নাথ স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

নিমাই ইহার পরে যখন প্রকৃতই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, দুঃখ ভারাক্রান্ত চিত্ত জগদীশের তখন অভিমান হইল, তিনি শান্তিপুরে গৌর দর্শনে গেলেন না! মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে শান্তিপুরে নেওয়া হয় নাই, নিমাইকে দেখিতে জগদীশ গেলেন না। জগদীশ শুনিলেন—সংবাদ পাইলেন যে নিমাই নীলাচলে যাইবেন। তখন মনে মনে একটি সঙ্কল্প করিয়া বসিয়া রহিলেন।

নিমাই ভগবান, নিমাই অন্তর্য্যামী; তবে জগদীশের ভয় কি? জগদীশের অন্তরের কথা—তাঁহার সঙ্কল্প কি নিমাইর বিদিত হইবে না?

জগদীশ চান কি? জগদীশ চাহেন যে নিমাই যেন দূরদেশে না যান। মাতৃ আজ্ঞায় জগন্নাথ-সমীপে রহিবেন। বেশ, তাঁহার জশোড়ার বাড়ীতেও ত জগন্নাথ রহিয়াছেন, ওখানেই তবে নিমাই থাকুন না; ইহাই জগদীশের মনোগত কথা, ইহাই সঙ্কল্প। প্রগাঢ় প্রেম কিরূপে পণ্ডিতকেও শিশুর ন্যায় অযুক্ত কল্পনায় প্রলোভিত ও বিশ্বাস স্থাপিত করিতে দেয়, এ ঘটনাই তাহার প্রমাণ।

অভিমানী ভক্তের টান অভিমানকে আরও বৃদ্ধি করিয়া দেয়। অভিমান করিয়া জগদীশ শান্তিপুরে গেলেন না; কিন্তু গৃহেও তিষ্ঠিতে পারিতেছেন না; বিষম বিপদ!

ভক্তের প্রাণের টানে ভগবানের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল; তখন :—

নিত্যানন্দ প্রতি কহে পাই পরানন্দ;
"শুন শ্রীপাদ সঙ্গে লইয়া তোমায়;
জশোড়া গ্রামেতে অদ্য যাইব নিশ্চয়।"

জগদীশ চরিত্র বিজয় গ্রন্থ। *

উভয়ে জশোড়ায় পৌছিলেন। জগদীশ ও দুঃখিনী আনন্দে জ্ঞান হারা হইলেন। দুঃখিনী গৌরনিতাইর জন্য পায়স প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। স্নেহবিহ্বলা জননী আনন্দে যে হাত দিয়া অগ্নিবৎ গরম দুগ্ধ আবর্ত্তন করিতেছেন, তাহাও বুঝিতেছেন না! দৈবাৎ তখন জগদীশের পুত্রবিয়োগ ঘটিল, তাঁহাও তাহারা গ্রাহ্য করিলেন না! ইতিপূর্ব্বে নদীয়ায় ও শ্রীবাস গৃহে এমন হইয়াছিল, কীর্ত্তনানন্দ ভঙ্গ হইবে ভয়ে শ্রীবাস মৃতপুত্রের কথা চাপিয়া রাখিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; ভগবান্ এমন ভক্তের বশ না হইবেন কেন?

* (জগদীশ চরিত্রবিজয়' একখানি অতি প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। কলিকাতা বিশ্বকোষ আফিসে একখানা আছে।)

জগদীশ গৌরাঙ্গকে রাখিবেন। তাঁহার ত পুত্র গেল, শ্রীগৌরাঙ্গই মৃতপুত্রের স্থান অধিকার করিলেন। গৌরাঙ্গ সত্যই জসোড়ায় থাকিয়া গেলেন। জসোড়ায় গৌরমূর্ত্তি স্থাপিত হইলেন। সে মূর্ত্তি স্বরূপ হইতে অভিন্ন—"জীবন্ত প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি!" এ রহস্য দৃষ্টে নিত্যানন্দ হাসিতে লাগিলেন; সন্ন্যাসের বিষাদ ঝটিকার পরে এই তাঁহার প্রথম হাস্য।

"গৌর প্রেমে মত্ত সদা নিত্যানন্দ রায়।
একবার গৌরাঙ্গ প্রভুর পানে চায়,
আরবার প্রতিমূর্ত্তি করে দরশন;
কিছু ভেদ নাই দেখি পরানন্দ মন।
দুই মহাপ্রভু তিহঁ একত্র দেখিয়া;
জগদীশ প্রতি কহে প্রসন্ন হইয়া,
'ধন্য ধন্য জগদীশ কহিযে তোমারে,
দুই গৌর প্রকট হইলা তব গৃহে।"

(জগদীশ চরিত্রবিজয় গ্রন্থ।)

কিন্তু দুই গৌর জসোড়ায় রহিলেন না; একজন নীলাচলে যাবেন, তাই নিত্যানন্দের সহিত চলিয়া গেলেন, আর একজন জগদীশ গৃহে দুঃখিনীর কোলে উঠিয়া বসিলেন।

* * * * *

সন্ন্যাসী গৌর দর্শনে অম্বিকার গৌরীদাস পণ্ডিত ও শান্তিপুরে গেলেন না। যিনি শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে এমন শেলাঘাত করিতে পারেন; তাঁহার উপর গৌরীদাসের অভিমান করা কি অসঙ্গত ব্যাপার?

নিমাই ভক্তের এ অভিমানের মূল্য বুঝিলেন, বুঝিয়া নিজেই অম্বিকায় নিত্যানন্দ-সঙ্গতি চলিলেন। শ্রী:গৌরাঙ্গ ভগবান্, গৌরীদাসের

দৃঢ় বিশ্বাস। ভগবানের উপর মানুষের অভিমান, এ ভাব শুদ্ধ ব্রজের ভাব। এইরূপ বিমলভাবেই ভগবান বশ হন—অধর ধরা পড়েন।

গৌরীদাস গেলেন না, তাই শ্রীচৈতন্যই আজ স্বয়ং গৌরীদাস গৃহে উপনীত! তথায় গিয়া কি করিতেছেন? তখন—

"ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী গোরা নাচে ফিরি ফিরি
নিত্যানন্দ বলে হরি হরি।
(তখন) কান্দি গৌরীদাস বলে পড়ি প্রভুর পদতলে,
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী।
আমার বচন রাখ, অম্বিকা নগরে থাক,
এই নিবেদন তুয়া পায়।"

তুমি ত গৃহত্যাগ করিয়াছ, আর ত নদীয়ায় যাইবে না; কিন্তু তোমায় অনন্ত আকাশে উড়িয়া ফিরিতে দিব না, তোমায় এখানে আটকিয়া রাখিব। এ অভিপ্রায় আমার নহে—সকলের, এ অভিপ্রায় তোমার নিজজনের; এখানে নিশ্চিত থাকিতে হইবে তোমায়। তবে তুমি স্বতন্ত্র পুরুষ, আমাদের কথা না শুনিতেও পার; নিশ্চয় জানিও :—

"যদি ছাড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি;
কিন্তু— রহিব সে নিরখিয়া কায়।"
এবার প্রভু কি করিবেন? এযে শক্ত ঠাঁই! তখন—
"প্রভু কহে গৌরীদাস! ছাড়হ এমন আশ;
(তবে—) প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ;
তাহাতে আছি যে আমি, নিশ্চয় জানিও তুমি
সত্য মোর এ বচন রাখ।"

গৌরীদাস মূর্ত্তি নিয়া কি করিবেন? তিনি প্রাণের বেদনায় কাঁদিতে লাগিলেন। নিমাইকে দোষ দিয়া দেহত্যাগ করিবেন, ইহাই

সঙ্কল্প। কিন্তু ভগবানের জন্য কেহ প্রাণত্যাগ করিতে পারে না, করিতে গেলে ভগবানই তাহাকে রক্ষা করেন। গৌরীদাসও পারিলেন না। যে শক্তি শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া হইতে বিদায় লইতে পারিয়াছে, সে অপরাজেয় শক্তি গৌরীদাসকেও প্রবোধ দিতে সমর্থ হইল। উপরি-উদ্ধৃত পদরচয়িতা গৌরীদাস পণ্ডিতের সহোদর তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনিই লিখিতেছেন :—

"কহে দীনকৃষ্ণদাস চৈতন্য চরণে আশ,
দুই ভাই রহিলা তথায়;
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে বন্দি হৈল দুই জনে
ভকত বৎসল তেই গায়।" (পদকল্পতরু)।

কিরূপে রহিলেন? আপন অভিপ্রায়ানুসারে—
দারু মূর্ত্তিরূপে। গৌরীদাসকে বলিলেন—

"নবদ্বীপ হৈতে নিম্ববৃক্ষ আনাইবে;
মোর ভ্রাতা সহ মোরে নির্ম্মাণ করিবে।"
(ভক্তি রত্নাকর)।

তদনুসারে যে নিম্ববৃক্ষের নীচে সূতিকাগৃহে নিমাই জন্মগ্রহণ করেন, সেই নিম্ববৃক্ষ হইতে একখণ্ড কাষ্ঠ আনয়ন করা হয়; তাহাতেই অম্বিকায় গৌর নিতাইর বিগ্রহ বিনির্ম্মিত।

"গৌর নিত্যানন্দের সেই অবিকল মূর্ত্তি।
দৃষ্টিমাত্র জীবে হয় প্রেমানন্দস্ফূর্ত্তি॥" (অদ্বৈত প্রকাশ)

অম্বিকায় গৌরীদাস গৃহে পণ্ডিতের সমক্ষে তখন দুই দুই চারি মূর্ত্তি দেখা দিলেন। দুই-নিতাই, দুই গৌর!

গৌরীদাস দেখিলেন—চারিমূর্ত্তি অভিন্ন।

কাঁহারা স্বরূপ, আর কাঁহারা বিগ্রহ, পরিচয় পাইলেন না। শাস্ত্রে

পাওয়া যায়—স্বরূপ ও বিগ্রহ অভেদ, গৌরীদাস গৃহে লোকে তাহা দেখিল। গৌরীদাস ভাবিলেন যে কোন রহস্য অবশ্য প্রকটিত হইবে। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া পাক করিয়া চারিটি "পায়স" প্রস্তুত করিলেন। এখন গৌরীদাসের আগ্রহে চারিজনেই আহারে বসিলেন। দুজনে যে বিগ্রহ, সে কথা আর বলার অবসর রহিল না।

তার পরে—

"পণ্ডিতের প্রেমলাগি দুই ভাই থাই মাগি,
দুই গেল নীলাচল পুরে।" (পদকল্পতরু)।

এইরূপে গৌর গৌরীদাসের সঙ্কল্প সিদ্ধ করিলেন, ভক্তের জয় হইল! কারণ :—

"সত্য করি দুই ভাই ঘরেতে রহিল ;
প্রকাশ্য হইয়া দুই নীলাচলে গেল ॥"

(প্রাচীন সুবল মঙ্গল গ্রন্থ।)

* * * * *

শ্রীচৈতন্য পূর্ব্ববঙ্গে পুনর্ব্বার শ্রীহট্টের বুরুঙ্গায় এবং ঢাকা দক্ষিণে পিতামহী গৃহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শচীদেবী পুত্রকে পূর্ব্বে স্বীয় শ্বাশুড়ীর অভিলাষ বলিতে পারেন নাই, শান্তিপুরে তাহা ব্যক্ত করিলেন :—

"তব পিতামহ কাছে এরূপ প্রতিজ্ঞা আছে
তোমাকে পাঠাতে তাঁর ঠাঁই ;
তথা যাইয়া একবার বাঞ্ছাপূর্ণ কর তাঁর,
তব কাছে এই ভিক্ষা চাই ॥"

(শ্রীচৈতন্য বিলাস।)

জননীর এই প্রতিশ্রুতি পূরণার্থে শ্রীচৈতন্য দেবকে আর একবার শ্রীহট্টে যাইতে হইল; তিনি শান্তিপুর হইতে শ্রীহট্টাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিলেন—মাতুল বিষ্ণুদাস।

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস মূর্ত্তি দর্শনে মাতুল বিষ্ণুদাসের মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, তিনিও মনে মনে গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করেন এবং তিনি নির্ব্বন্ধ সহকারে শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে চলিলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীমহাপ্রভু তাম্বূল ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আহারান্তে মুখশুদ্ধির জন্য হরিতকীখণ্ড চর্ব্বণ করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গের পথে বিষ্ণুদাস তাহা যুগাইতেন। যেদিন পূর্ব্ববঙ্গের মুখডোবা নামক স্থানে উপনীত হইলেন, তখন বিষ্ণুদাস পূর্ব্বদিনের সংরক্ষিত হরিতকীর অর্দ্ধাংশ তাঁহার হাতে দিলেন। নিমাই—সেই মহিমামণ্ডিত নবীন সন্ন্যাসী বিষ্ণুদাসের প্রতি চাহিলেন, বলিলেন—"এমন সঞ্চয় বুদ্ধি যাঁহার, সে সন্ন্যাসীর সঙ্গী হইতে পারে না।" বিষ্ণুদাস ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কিন্তু নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্কল্প অটুট রহিল। তথা হইতে নিমাই লীলাচ্ছলে অলক্ষিতে চলিয়া গেলেন।

বিষ্ণুদাস মুখডোবায় রহিয়া গেলেন; বিবাহ করিলেন। মুখডোবায় তাঁহার বংশীয়বর্গ অদ্যাপি আছেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর বংশ নবদ্বীপে নাই; মুখডোবায় তাহা এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

* * * * *

শ্রীচৈতন্য লীলাচ্ছলে শান্তিপুর হইতে শ্রীহট্টে বুরুঙ্গায় আসিয়া প্রকাশিত হইলেন। এইবার তিনি কুটুম্বগৃহে গেলেন না, শীতল ছায়া বিশিষ্ট একটি অশ্বত্থতলে উপবেশন করিলেন।

বসন্তকাল, প্রকৃতি নবসাজে সজ্জিত; শীতের নীহার-দগ্ধ পাদপরাজি বাসন্তিক বায়ুহিল্লোলে যেন প্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। নবীন কিশলয়ে

লতাবিতান সজ্জিত হইয়াছে, স্তবকে স্তবকে কুসুমগুচ্ছ ঝুলিতেছে। সে এক গ্রাম্য পুষ্করিণীর প্রান্তবর্ত্তী বৃক্ষবাটিকা। সেই বনাচ্ছন্ন ভূমে দুই একটি গাভী চরিতেছিল, দুই একটা দয়েল তরুশাখে বসিয়া সঙ্গীত ঝঙ্কার তুলিতেছিল। এমনি সময় শ্রীচৈতন্য অশ্বত্থতলে বসিয়া যেন শ্রান্তি দূর করিতেছিলেন।

মধ্যাহ্নকাল, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। সোণার সন্ন্যাসীর অঙ্গ কান্তিতে অশ্বত্থতল হাসিতেছে, বিমল লাবণ্য-লহরী লীলা করিতেছে। প্রখর সুতীব্র রৌদ্র কিন্তু সেস্থানে যেন শুভ্রকিরণোজ্জ্বল স্নিগ্ধতা তরল স্রোতে বহিয়া যাইতেছে। জ্বালাময় রৌদ্রতাপে যখন প্রাণীমাত্রই পরিতাপিত, প্রভু দেখিলেন—তথায় একটী কৃষক সন্নিকটে হাল চাষ করিতেছে। নিরীহ গো-দুটির অবস্থা দেখিয়া করুণাময়ের করুণা উপজাত হইল, তিনি রামদাস কৃষককে বলিলেন—"ভাই! ক্ষান্ত হও, এ দুটির অবস্থা দেখে কি তোমার দুঃখ দয়া হয় না?" প্রখর রৌদ্রে ক্ষেত্র শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, কৃষক নিরস্ত হইতে পারিল না। তাহার কথা শুনিয়া শ্রীমহাপ্রভু আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন—

"হরি! হরি! একি সর্ব্বনাশ।
ক্ষেত্র নষ্ট হৈবে বলি কর ধর্ম্মনাশ।"

(শ্রীচৈতন্য রত্নাবলী।)

আর কিছু বলিলেন না। তাঁহার অরবিন্দ নেত্র হইতে অবিরল ধারে বারিধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল! দেখিয়া কৃষক বিস্মিত ও বুদ্ধিহারা হইল। করুণার এমন চিত্র সে কখনও দেখে নাই, সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল!

আরও অদ্ভুত! সন্ন্যাসীর মুখোচ্চারিত নামের কি অমোঘ শক্তি! পশু দুটী প্রথমে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধ কর্ণে তাহা শুনিল, তার পরে মুখ তুলিয়া

সমস্বরে অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া উঠিল,—স্পষ্টতঃ যেন তাহারা হরিনাম করিল!

"মধ্যাহ্নে তন্মুখীচ্ছ্রুত্বা গাবশ্চক্রুর্হরিধ্বনিম্"

(শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোদয়াবলী।)

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার বিলোকনে রামদাস ভীত হইল ও দৌড়িয়া গিয়া শ্রীমহাপ্রভুর পদপ্রান্তে পড়িল। রামা তরিয়া গেল, আর প্রভু "রামদয়াল" নামে তথায় খ্যাত হইলেন।

গৌরাঙ্গের জ্ঞাতি—তদীয় ভ্রাতৃ সম্পর্কীত গৌরীকান্ত গৃহে যাওয়া কালে এই সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নিকটে আসিলেন ও তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। তখন উভয়ে পরস্পর পরিচিত হইলেন। এই সময়ে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পর্কিত শ্রীগর্ভ ও তথায় উপনীত হইলেন। প্রভাবশালী সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই বালক তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িল। তাঁহারা উভয়েই তাঁহার কাছে হরি নাম পাইলেন।

রামদাস, গৌরীকান্ত ও শ্রীগর্ভ, এই তিনজন মহাশক্তি-ধর হইয়া উঠিলেন; এই তিন মহাত্মা হইতে সে দেশ তরিয়া গেল! শত শত লোক ইঁহাদের কৃপায় সংসার সাগর পার হইতে লাগিল।

শ্রীমহাপ্রভু বুরুঙ্গায় অশ্বত্থতলায় যথায় বসিয়াছিলেন, সে স্থান এক পবিত্রস্থান বলিয়া গণ্য ও সুরক্ষিত হয়। অদ্যাপি সেস্থান "শ্রীচৈতন্যের বাড়ী" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

* * * * * * *

বুরুঙ্গা হইতে শ্রীমহাপ্রভু ঢাকা দক্ষিণ আসিলেন, সায়াহ্নকাল, অস্তোন্মুখ সূর্য্যের সমুজ্জ্বল স্বর্ণ-কিরণ-রেখা হরিত পত্রাবলীতে প্রতিফলিত হইয়া দিক হরিদ্রাভ হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় প্রতপ্ত-কাঞ্চন লাঞ্ছিত-কান্তি সন্ন্যাসী শোভাগৃহে উপনীত হইলেন। বোধ হইল, যেন ঐ

স্বর্ণপ্রতিমার অঙ্গ-কান্তিতে দিক প্রভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; হরিত পত্রাবলী পীতদীপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠতাত পরমানন্দ মিশ্রের পত্নী সুশীলাদেবী এই নবীন উদাসীনকে প্রথমেই দেখিতে পাইলেন ও জরাতুরা শ্বাশুড়ীকে সংবাদ দিলেন।

ধীরে ধীরে ধীরে কোন প্রকারে বৃদ্ধা আসিলেন। দণ্ডীকে তাঁহার নারায়ণ বলিয়া বোধ হইল। এ ত নর নহে—নারায়ণ ছলনা করিয়া নরদেহ ধারণ করিয়াছেন শোভাদেবীর ভক্তি-প্রণত মস্তক ভূলুণ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন।

বৃদ্ধা শোভা দেবীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বধূ শচী অবশ্যই নাতিকে তাঁহার কথা বলিয়া, ঢাকাদক্ষিণে প্রেরণ করিবেন। এতদিন পরে তাঁহার সে সাধ মিটিল।

বৃদ্ধা নাতিকে বহির্ব্বাটিকা হইতে গৃহে লইয়া গেলেন। সুশীলা পরম স্নেহে পায়স পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলেন। বৃদ্ধা বিবিধ-কথাবার্ত্তায় প্রেমানন্দে সে রজনী যাপন করিলেন।

মনঃসন্তোষিনী নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, তৎকালে বৃদ্ধার দুই পুত্র জীবিত ছিলেন এবং অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৃদ্ধা নাতীকে এ কথাও বলিতে ভুলেন নাই।

যখন উভয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, স্নেহের ভরে নাতির প্রতি তখন তাঁহার সন্ন্যাসীবুদ্ধি ছিল না। স্নেহের গাঢ়তায় তখন নির্ম্মল হৃদয়া বৃদ্ধার নেত্রে গৌরাঙ্গের স্নেহার্দ্র-মধুর অপূর্ব্বরূপ প্রতিভাত হইল; স্নেহ-বিহ্বলা দেখিলেন—গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী-বেশী নহেন,—যেন গৃহস্থের সরল ছেলে! তখন যেন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া গেল, তিনি যেন এক অপূর্ব্ব ভাব-মদিরাময় স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন! তদবস্থায় গৌরাঙ্গের প্রতি যেন তাঁহার হঠাৎ ঈশ্বরবুদ্ধি

উপজাত হইল; অমনি দেখিতে পাইলেন কি যেন এক ইন্দ্রজাল প্রভাবে সেই সুন্দর গৌররূপ মনোমোহন ইন্দ্রনীলমণিময় মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইলেন! * এ কি জাগ্রত স্বপ্ন? বৃদ্ধা বিহ্বলা হইয়া রহিলেন! বৃদ্ধার বহু পূর্ব্বের স্বপ্ন সফল হইল।

যখন বৃদ্ধার চমক ভাঙ্গিল, দেখিতে পাইলেন—সম্মুখে সেই মহা মহিমান্বিত নবীন উদাসীনের উন্নত তনু শোভা পাইতেছে।

এই যে শোভা দেবীর পরিদৃষ্ট দুইরূপ,—শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ; এই দুই মূর্ত্তি বৃদ্ধা কর্ত্তৃক ঢাকা দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বহুবিধ যুগলবিগ্রহ বঙ্গের বিবিধস্থানে অর্চ্চিত হইতেছেন। গৌর নিতাই, গৌর গদাধর, গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলবিগ্রহ একাধিক স্থানে আছেন। কিন্তু গৌরাঙ্গের পার্শ্বে কৃষ্ণমূর্ত্তি এক ঢাকা দক্ষিণেই দৃষ্ট হইবেন; ঢাকা দক্ষিণ ছাড়া আর কোথায়ও নাই। কেন এই দুইমূর্ত্তি ঢাকা দক্ষিণে অর্চ্চিত হইতেছেন, তাহার ইতিহাস এই দুই মূর্ত্তি প্রচারিত করিতেছেন, আর তাঁহারাই ঢাকা দক্ষিণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের প্রমাণ নীরবে প্রদান করিতেছেন।

রজনী প্রভাতে শ্রীমহাপ্রভু পিতামহী গৃহ ত্যাগ করিয়া, সন্নিকটবর্ত্তী "কৈলাস শৃঙ্গে" শিব ও "অমৃতকুণ্ড" দর্শন করিয়া ঢাকা দক্ষিণ হইতে চলিলেন। শিব এখনো আছেন, কিন্তু "অমৃতকুণ্ড" বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

* * * *

এই সময়ে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীহট্টবাসী চারিজন ভক্তকে আত্মসাৎ করিয়া, তাঁহাদিগকে হরিনাম প্রচারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রসতত্ত্ব বিলাস নামক একখানা সুপ্রাচীনগ্রন্থে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

---

* "নিগদ্য যুগধর্ম্মাদীন্ কৃষ্ণরূপং বিধায় যঃ।
দর্শয়ামাস বৃদ্ধায়ৈ স্ব স্বরূপং দয়ানিধি"।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোদয়াবলী।

শ্রীমহাপ্রভু যেখানেই যাইতেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার গমন সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িত। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। সন্নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী অনেক লোক তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত হরিনাম শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল, তাঁহাদের জীবন স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীহট্টের রামদাস ও মাধবদাস ভ্রাতৃদ্বয় এবং জ্ঞানবর ও কল্যাণবরের কথাই উল্লেখ করা যাইতেছে।

শ্রীমহাপ্রভু ইঁহাদিগকে নামোপদেশ দেন; ইঁহারা তাহাতে পরম শক্তিলাভ করেন। তাঁহাদের এ আধ্যাত্মিক শক্তি শ্রীহট্ট-কাছাড় ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলের নরনারীকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল! রামদাস ও মাধবদাস উত্তরদিকে এবং জ্ঞানবর ও কল্যাণবর পূর্ব্বদিকে গমন করিয়াছিলেন। যথা—

"এত বলি মহাপ্রভু ডাকে রামদাস,
দুই ভাই সঙ্গে চলে মাধবদাস।
এই নাম বিলাইব ~~পূরব~~ দিগেতে, উত্তর
জ্ঞানবর কল্যাণবর ডাকয়ে তুরিতে॥
মোর আজ্ঞা বল বাপু পূরব দিগেকে;
যারে তারে এই নাম বিলাও ভালমতে॥"

(প্রাচীন রসতত্ত্ব বিলাস গ্রন্থ।)

জ্ঞানবর ও কল্যাণবর ঢাকা দক্ষিণের পূর্ব্বদিকে—হেড়ম্ব রাজ্যে (বর্ত্তমান কাছাড়ে) প্রচার করেন এবং রামদাস ও মাধবদাস শ্রীহট্টের উত্তরদিকে গমন করিয়াছিলেন। হেড়ম্ব তখন জন বিরল স্থান ছিল, সুতরাং কিছুদিনেই ইঁহারা সে দেশ বৈষ্ণব করিয়া, রাজাজ্ঞা লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। ১৩৭৫ শকাব্দে তাঁহারা স্বদেশ পঞ্চখণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। যথা:—

"রাজ আজ্ঞা লইয়া মিত্র পুত্রাদি সঙ্গে লৈয়া ;
চৌদ্দশত পাচক্ত শাকে প্রাচ্যে উত্তরিলা॥"

(রসতত্ত্ব বিলাস।)

রামদাস ও মাধবদাস উত্তরদিকে প্রচারে গমন করেন। তাঁহাদের প্রচার ক্ষেত্র কোন্ স্থান? শ্রীহট্টের উত্তরাঞ্চল (বর্ত্তমান সুনামগঞ্জের উত্তর ভাগ) ও সুসঙ্গ দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থান যে তাঁহাদের প্রচার ক্ষেত্র ছিল, তাহা সহজেই বোধ হয়। তৎকালে বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার সৃষ্টি হয় নাই, সুসঙ্গ-দুর্গাপুর তৎকালে শ্রীহট্টেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সুসঙ্গ দুর্গাপুরে যে সকল হাজং জাতির বাস, তাহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। তাহাদের গৃহগুলি পরিচ্ছন্ন, গোময়লিপ্ত এবং প্রত্যেক গৃহে তুলসীমঞ্চ আছে। ইহারা বিনীত, অতিথি পরায়ণ, এবং জীব-হিংসা বিরত। তাহারা কীর্ত্তন করিয়া থাকে, গুরু ও পঞ্চতত্ত্ব প্রণাম শ্লোকাদি বংশানুক্রমে জানে। ইহারা জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা ইত্যাদি পালন করে। তাহাদের অধিকারী-গৃহে রাধাকৃষ্ণ,—কোথায়ও বা গৌরমূর্ত্তি পূজিত।

অসভ্য সকল জাতিই স্থিতিশীল—অন্যের অনুকরণ তাহারা করে না, তাহারা পূর্ব্বপুরুষাচরিত রীতি প্রাণান্তেও ত্যাগ করে না। তদবস্থায় এই অসভ্য জাতীয় হাজংদের ঈদৃশ আচরণ একটা অসাধারণ বিষয় সন্দেহ নাই। জিজ্ঞাসা করিলে ইহারা বলে যে তাহারা প্রাচীন মহাজনানুরত। অবস্থা বিবেচনায় সে প্রাচীন মহাজন যে রামদাস ও মাধবদাস, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীহট্ট আগমন করেন, চারিশত বৎসরের দীর্ঘ ব্যবধানেও তাঁহার সে আগমন-স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই।

* * * * *

যাহা হউক, বৃদ্ধা শোভাদেবীর পরিদৃষ্ট সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি যুগল * পরম যত্নে "গুপ্ত বৃন্দাবন" ঢাকাদক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত ও অর্চ্চিত এবং স্বজনগণের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। †

বর্ত্তমানে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহযুগল যে বাড়ীতে আছেন, উহা সেই প্রাচীন বাটিকা নহে। সে বাড়ী হইতে বিগ্রহযুগল পরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন এবং সে প্রাচীন "মিশ্রবাড়ী" § জঙ্গলান্তরালবর্ত্তীও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন সর্ব্বত্রই হয়, বৃন্দাবন বিলুপ্ত হইয়াছিল; নবদ্বীপের গৌরজন্মস্থান অপরিচিত হইয়াছিল; এই শ্রীহট্টের লাউড় প্রদেশে অদ্বৈতের জন্মস্থানও জঙ্গলাচ্ছাদিত ও অপরিচিত ছিল; কিন্তু স্বতঃপ্রকাশ নিত্যধাম চিরকাল লোক লোচনের বহির্ভূত থাকে না, "মিশ্রবাড়ী"ও রহে নাই।

মোসলমান আমলে শ্রীহট্টে "দেওয়ান" পদবিবিশিষ্ট রাজস্ব বিভাগের একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী থাকিতেন। বহু পূর্ব্বকাল হইতে শ্রীহট্টের স্বর্গীয় রাজা গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ এই পদ অধিকার করিয়া আসিতে-

---

* "এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জীবনিস্তারণায় চ।
দ্বয়ীমূর্ত্তি বিধয়াত্র স্বগোত্রাণ প্রতিপালয়ন্।
গুপ্ত বৃন্দাবনে রম্যে গুপ্তপার্ষদঃ সংবৃতঃ। ইত্যাদি।
(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী।)

† শ্রীমৎ প্রফুল্ল মিশ্র স্বীয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলীতে ঢাকাদক্ষিণকে গুপ্তবৃন্দাবন নামে আখ্যাত করিয়াছেন। বাস্তবিক ঢাকাদক্ষিণ গুপ্তবৃন্দাবনই বটে; যেখানে ব্রজেন্দ্র নন্দ স্বরূপ জগন্নাথ মিশ্র উদ্ভূত হন [যথা:—"সেই ব্রজেশ্বর ইহা জগন্নাথ পিতা সেই ব্রজেশ্বরী ইহা শচীদেবী মাতা।" ইত্যাদি শ্রীচরিতামৃত] সেই স্থান বৃন্দাবন বই কি? আর যে স্থানে সেই "নন্দসুত" সাক্ষাৎ বিরাজিত, সে স্থানে বৃন্দাবনই বটে।

§ ১১৬৩ সালের একখানা দলিলেও এই নাম দৃষ্ট হয়।

ছিলেন। কিন্তু ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভিন্নস্থানবাসী একজন ধর্ম্মাত্মা দেওয়ান এই পদ অলঙ্কৃত করেন, ইঁহার নাম গোলাব রায়। ইনি শ্রীহট্টে আসিয়া জানিতে পারিলেন, ঢাকা দক্ষিণে শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ বিরাজিত আছেন। তাঁহার তখন বিগ্রহ দর্শনে একান্ত বাসনা হইল; কিন্তু তথায় যাওয়ার ভাল পথ না থাকায়, তিনি সহর হইতে মহাপ্রভুর বাড়ী পর্য্যন্ত সড়ক প্রস্তুতের জন্য সংস্পৃষ্ট জমিদারদের উপর পরওয়ানা জারি করিলেন। অচিরেই সেই আদেশ প্রতিপালিত হইল, নির্দ্দিষ্টকাল মধ্যে সড়ক নির্ম্মিত হইল। ঢাকা দক্ষিণের জমিদারের প্রতি একটি উৎকৃষ্ট মন্দির নির্ম্মাণের আদেশ ছিল। দেওয়ান দেবদর্শনে আসিয়া সেই মন্দিরে বিগ্রহ স্থানান্তরিত করেন।

সন্নিকটে কোথায় নাকি একটা মস্‌জিদ ছিল, জমিদার পরিশ্রম লাঘবের জন্য সেই পরিত্যক্ত ভগ্ন মস্‌জিদের ইষ্টক আনিয়া উক্ত নূতন মন্দিরে লাগাইয়াছিলেন।

দেবতার দেবলীলা বুঝা ভার। রাত্রে দেওয়ান এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলেন। যিনি বিশ্বপিতা, সকলেই যাঁহার সন্তান, তিনিই যেন শ্রীবিগ্রহরূপে বলিতেছেন—"আমি ব্রাহ্মণের ভগ্ন কুটীরে ছিলাম ভাল, এ মন্দির যে মস্‌জিদের ইষ্টক নির্ম্মিত, এখানে কেন আমাকে আনা হইল?"

প্রভাত হইল, দেওয়ান জাগিয়াই অনুসন্ধানে বৃত হইলেন এবং জানিলেন যে স্বপ্ন সত্য। তখন দেওয়ান শ্রীবিগ্রহ সত্বর স্থানান্তরিত করিতে ব্যস্ত হইলেন।

মিশ্রবংশ বৃদ্ধি সহকারে, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন বাটিকা প্রস্তুত করিয়া প্রাচীন বাটীর সন্নিকটেই সকলে ছিলেন। দেওয়ান তাঁহাদের প্রার্থনানুযায়ী সকলের সুবিধার জন্য প্রাচীন উচ্চস্থান হইতে শ্রীমূর্ত্তিযুগল সরাইয়া সকলের বাটীকার প্রায় মধ্যস্থলে শ্রীমূর্ত্তি আনয়ন করিতে মনে করিলেন

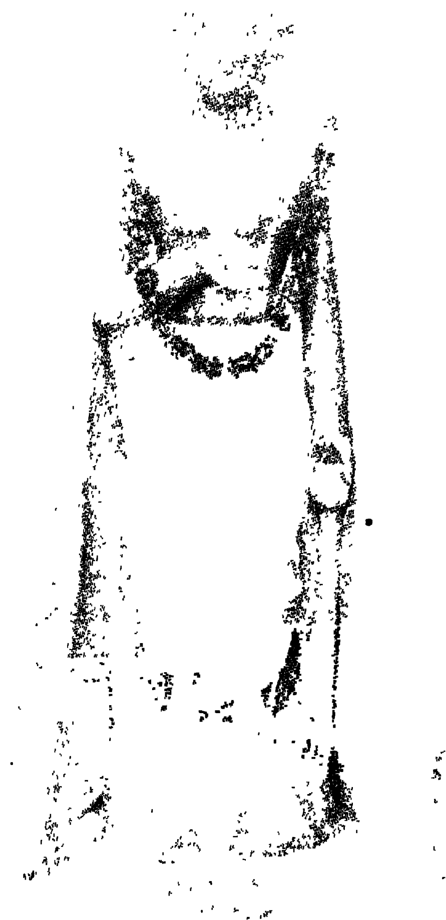
এবং বর্ত্তমানে শ্রীবিগ্রহদ্বয় যথায় আছেন, তথায় মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তরিত করিলেন। কেবল তাহাই নহে, সুন্দররূপে শ্রীমূর্ত্তির সেবা পরিচালন জন্য তিনি বহু দেবোত্তর ভূমি দান করিলেন। সে ভূমির প্রায় অধিকাংশই এখন নাই, সামান্য মাত্র "শ্রীচৈতন্যের ছেগা" নামে এখনও সেই স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। দেওয়ানের সেই মন্দিরও পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিয়া রাখিয়াছে। দেওয়ান যে দীঘিকা খনন করাইয়াছিলেন সেই "দেওয়ানের দীঘি"র তীরেই "শ্রীচৈতন্যগঞ্জ" বাজার বসিয়াছে। আর দেওয়ান নির্ম্মিত সেই প্রাচীন "দেওয়ানের সড়ক" প্রতিবৎসরই কৃষক কর্ত্তৃক ছেদিত হইয়াও এখনও বর্ত্তমান আছে।

শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী,—যথায় শোভাদেবীর সহিত সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের সম্মিলন ঘটে, যে স্থান তাঁহার পূত চরণ-রেণু স্পর্শে বৈকুণ্ঠ-সম্পদ লাভ করিয়াছিল, তাহা "মিশ্রবাড়ী" নামে খ্যাত। সম্প্রতি উহা পরিষ্কৃত হইয়াছে এবং সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের আগমন-স্মৃতি উন্মেষক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

[মিশ্রবংশীয় প্রভুপাদ শ্রীযুত ইন্দ্রকুমার মিশ্রের ঐকান্তিক যত্নে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। উহা ভক্তাশ্রম নামে খ্যাত করা হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্বসাধারণে "মহাপ্রভুর দাদাইর বাড়ী" বলিয়া থাকে। মিশ্র মহাশয় এই আশ্রম প্রতিষ্ঠায় প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ধন্য তাঁহার ভক্তি, ধন্য তাঁহার শ্রীচৈতন্যের চরণ নির্ভরতা]

শ্রীচৈতন্য আসামে।

শ্রীমহাপ্রভু ঢাকা দক্ষিণ হইতে আসামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকুণ্ড দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। আসামে—হাজোতে মাধবের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ; শ্রীমহাপ্রভু প্রথমে এথায় আসিয়া মাধব দর্শন করেন ও বরাহকুণ্ডের উপরে একটি গোফাতে অবস্থিতি করেন। এইস্থানে তিনি



"পিতৃজন্মভূমি ভক্তাশ্রমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু

রত্নেশ্বর বিপ্রকে আত্মসাৎ করেন। ইঁহাকে তিনি ভাগবত শিক্ষা দিয়া মাধব মন্দিরের "পাঠক" নিযুক্ত করেন। রত্নেশ্বরের নাম রত্নেশ্বর পাঠক হয় এবং তদবধি তথায় ভাগবত পাঠ ও সংকীর্ত্তন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। হাজো হইতে শ্রীমহাপ্রভু পরশুরাম কুণ্ডে গমন করেন ও তথা হইতে ব্রহ্মকুণ্ডে গমন এবং স্নানান্তর পুনঃ মাধব মন্দিরে প্রত্যাগমন করেন। হাজোতে তিনি পূর্ব্বকার গোফাতেই অবস্থিতি করেন, এইস্থানে তদবধি "শ্রীচৈতন্যের গোফা" বলিয়া অদ্যাপি কথিত হইয়া থাকে।

এইস্থানে শ্রীমহাপ্রভু মাগুরীয় তর্কভূষণ ও কবিশেখরকেও ভাগবত শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বীণা যন্ত্র লইয়া নারদের ন্যায় হরিনাম গান করিয়াছিলেন।

দামোদর দেব কর্ত্তৃক আসামে "দামোদরীয় সম্প্রদায়" প্রবর্ত্তিত হয়, আসামে ইনি অবতারবৎ পূজিত, ইঁহার সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নহে। ইহাতেই তাঁহার প্রভাব বুঝা যায়। এই দামোদর মাধব দর্শনে আসিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন ও তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। দামোদর মাধব দর্শনে আসিয়া সাক্ষাৎ মাধব হইতে যে কৃপা লাভ করিলেন, তাহাতেই; তিনি আসাম প্রদেশ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিমল প্রভায় ভাসাইয়া দিলেন; আর তাহাতেই আজ তিনি আসামে দেববৎ পূজিত। এই দামোদরের প্রধান শিষ্য ভট্টদেব কবিরত্ন আসামীভাষায় "সৎসম্প্রদায় কথা" নামক একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন,তাহাতেই এই অপূর্ব্ব বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীমহাপ্রভুর সংবাদ শ্রবণে আসামের প্রধান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ শঙ্করদেব তাঁহাকে দর্শন করিতে হাজোতে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই, তখন শ্রীমহাপ্রভু হাজো ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীমহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে প্রণাম করিতেন। ইহাতে অদ্বৈত বড়ই অনুতপ্ত হইতেন। এজন্য তিনি রাগ করিয়া শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে শাস্তি করেন, এই উদ্দেশ্যে—শান্তিপুরে আসিয়া জ্ঞান ব্যাখা আরম্ভ করেন। শ্রীমহাপ্রভু তাহা শুনিয়া যথার্থই ক্ষুব্ধ হন ও শান্তিপুরে আগমন করেন। শান্তিপুরে তাঁহার ঈশ্বরাবেশ হয় এবং ভক্তি ব্যাখা না করার জন্য অদ্বৈতকে শাস্তি দেন। শ্রীমহাপ্রভুর শাস্তি পাইয়া অদ্বৈত পুলকিত হন, ও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করেন। যে শাস্তি পাইতে পারে সে প্রণাম না করিবে কেন? এইরূপে শ্রীমহাপ্রভু ভক্ত বাসনা পূর্ণ করেন। প্রেম বিলাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে অদ্বৈত প্রভুর জ্ঞানব্যাখা শ্রবণে কোন কোন অদ্বৈত শিষ্য ভক্তিপথ পরিত্যাগ করেন; ঐ সকল শিষ্য অদ্বৈত কর্ত্তৃক পরে প্রবুদ্ধ হইয়াও যখন তাঁহার অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তৎকর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিত হন। শঙ্করদেব ইহাদের প্রধান। ইনিই আসামে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন।

কাজেই তিনি শ্রীমহাপ্রভুর দর্শন পাইলেন না। কিন্তু তাহাতে তিনি অতঃপর নীলাচলে গিয়া দূর হইতে শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রাচীন গ্রন্থাদির পরিচয়।

ইহাই শ্রীমহাপ্রভুর 'ঢাকাদক্ষিণ লীলা প্রসঙ্গ ও আসামভ্রমণ লীলা কথা। এস্থলে একটা কথা আলোচ্য বটে। শচীদেবীর আজ্ঞায় শ্রীমহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গমন করেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এক কথাই পাই। শান্তিপুর হইতে তাঁহার অন্যত্র গমন এই দুই প্রসিদ্ধ গ্রন্থে নাই। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীহট্ট গমন কথাও ঐ দুই গ্রন্থে নাই। না থাকিলেও সে কথা এত

স্বাভাবিক ও পরিজ্ঞাত, যে (প্রাচীন গ্রন্থ ছাড়া) অনেক আধুনিক গ্রন্থকারও তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরম ভাগবত ৺রামদয়াল বাগ্‌চী এম্ ডি কৃত "গৌরাঙ্গ লীলা", বিখ্যাত ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ কৃত "চৈতন্য লীলা", ৺মতিলাল রায় কৃত "নিমাইসন্ন্যাস", ৺কবি নবীনচন্দ্র সেন কৃত "অমৃতাভ," সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "সন্ন্যাসী," কুমুদনাথ মল্লিক কৃত "গৌরাঙ্গ," এবং "শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া চরিত," প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থে ইহা পাওয়া যায়।

প্রেম বিলাস এক খানা প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ, উহাতে এবং ময়মনসিংহের "স্বরূপচরিত" নামক হস্তলিখিত বহু প্রাচীন কুল গ্রন্থে বিশেষভাবে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। অতএব শ্রীচৈতন্য ভাগবত বা শ্রীচরিতামৃতে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা বা উল্লেখ না থাকিলেই যে উহাকে ভিত্তিবিহীন বা মিথ্যা মনে করিতে হইবে, এমন বোধ হয় না। অগাধ শ্রীচৈতন্যলীলা-বারিধি হইতে যিনি যতটুকু পারিয়াছেন, রত্নোদ্ধার করিয়াছেন। সমস্ত লীলাই যদি এক বা দুই খানা গ্রন্থে পাওয়া যাইত, তবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ প্রচারের সার্থকতা রহিত না। শ্রীচরিতামৃত রচয়িতা স্বয়ং একথা বার বার স্মরণ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচরিতামৃতে সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীমহাপ্রভুর শান্তিপুর হইতে নীলাচল গমনের কথাই পাওয়া যায়। কিন্তু—গৌরীদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস কৃত পদে লিখিত আছে যে ঐ সময়ে মহাপ্রভু অম্বিকায় গৌরীদাস গৃহে গমন করিয়া ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। (পদ-কল্পতরু এবং ভক্তিরত্নাকর নামক প্রামাণ্য গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।) অদ্বৈতশিষ্য ঈশান দাস কৃত অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থেও এ প্রসঙ্গ আছে,এবং অম্বিকা হইতে "নাম প্রেম প্রচারিতে অন্য দেশে"শ্রীমহাপ্রভু গমন করেন,ইহাও লিখিত আছে। "সুবলমঙ্গল" নামক প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থেও এ আখ্যান পাওয়া যায়।

শান্তিপুর হইতে এই সময় শ্রীমহাপ্রভুর আর একস্থানে যাওয়ার কথাও প্রাচীন গ্রন্থে আছে; সে "জগদীশ চরিত্র বিজয়" গ্রন্থ। উহাতে পাওয়া যায় সে শ্রীমহাপ্রভু জগদীশ পণ্ডিতের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে জসোড়ায় গিয়াছিলেন।

শ্রীমহাপ্রভু ঐ সময় শ্রীহট্টে আর একবার আগমন করেন। প্রভুর সন্ন্যাসের পর এই আগমন প্রসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোদয়াবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে। ঐ গ্রন্থ প্রভুর জ্ঞাতি ভ্রাতা প্রদ্যুম্ন মিশ্র কর্তৃক তাহারই অনুমতি গ্রহণে লিখিত হইয়াছিল।

ঐ গ্রন্থাবলম্বনে প্রায় দ্বিশতবর্ষ পূর্ব্বে মনঃসন্তোষিনী রচিত হয়, এবং কিছুকাল হইল—"শ্রীচৈতন্যরত্নাবলী" ও "শ্রীচৈতন্যবিলাস" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণীত হয়।

অতি প্রাচীন (প্রায় ৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত) আসামী ভাষায় লিখিত "সৎসম্প্রদায় কথা" নামক একখানা গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর আসাম ভ্রমণ কথা পাওয়া যায়। তিনি ঢাকা দক্ষিণ হইতেই আসামের হাজোতে ও ব্রহ্মকুণ্ডে গমন করেন। সে প্রসঙ্গে * ইহাও বলিয়াছি যে রচয়িতা ভট্টদেব কবিরত্ন শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। ঐ গ্রন্থদৃষ্টে ইহার পরে আসামী কবিতায় আরও এক সুন্দর গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

"এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত।
তীর্থের মহিমা, নিজ ভক্তে আত্মসাৎ॥"

ভক্ত গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে এই যে

শ্রীচৈতন্য কেশব ভারতীর শিষ্য হই সোমার (upper Assam) পর্য্যন্ত প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইলা। এতে পূর্ব্বদেশের আচার্য্য শ্রীচৈতন্য ভৈল। * * * পাচে চৈতন্য ভারতী প্রভু মাধব দরশনে মণিকুটে (হাজোতে যে পর্ব্বতে মাধবের মন্দির) আসিলা বরাহকুণ্ডের উপরে গোফাতে রহি মাধব দর্শনহৈল। পাচে রত্নেশ্বর বিপ্রক শরণলগাই ভাগবত পড়াইরত্ন পাঠক নাদি মাধবর দ্বারত ভাগবত পড়িবে ছিল। আরু যাত্রা মহোৎসব সংকীর্ত্তন কর্ম্মকোমাধরব দ্বারত প্রবর্ত্তাইল।" ইত্যাদি সৎসম্প্রদায় কথা ৭মঅঃ।

কথা বলিয়াছেন, এস্থলেই তাহা সম্যক্ প্রযুজ্য। মাতৃ প্রতিজ্ঞা সংরক্ষা, পিতামহীর বাসনা পরিতৃপ্তি তীর্থদর্শন ও ভক্ত আত্মসাৎ প্রভৃতি বহু কার্য্যেই তাহা প্রকটিত।

[শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদি সুপ্রচারিত প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ব্বদেশ পরিভ্রমণ প্রসঙ্গের উল্লেখ না থাকায়, কেহ কেহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঢাকা দক্ষিণাদি ভ্রমণ লীলার ঐতিহাসিকতায় সন্দীহান হন, তাহাদের সংশয় অপনোদনার্থ "সুরমা" পত্রিকায় ও শ্রীভূমিতে লেখক কর্ত্তৃক পূর্ব্বে দুইটী প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছিল। ভক্ত লেখক ও গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের অভিপ্রায় যে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীহট্টাগমন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়, ইতিপূর্ব্বে স্বর্গত ভক্ত ৺যোগীন্দ্রচরণ দাস মোক্তার মুখে একথা জানিয়াছিলাম এবং তাহারই অল্পকাল পরে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার মিশ্র মহাশয়ের মুখে ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বেদান্ত বাচস্পতি ভাগবত-ভূষণ মহাশয়ের অনুরোধাদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রাগুপ্ত প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণের আবশ্যকতা অনুভব করায়, তাহাই কিঞ্চিৎ বিবর্দ্ধিত ও রূপান্তরিত করিয়া প্রকাশিত করা হইল। কাজেই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রত্যেক কথা প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত হইয়াছে যে, যে লীলা কথা বহুল প্রচারিত নহে, তাহা কোন প্রাচীন গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত হইয়াছে ; প্রসঙ্গিত স্থানেই সে গ্রন্থের নামোল্লেখিত হইয়াছে]

লেখক ভক্তের আদেশ প্রতিপালন করিয়াই মুক্ত ; তাড়াতাড়ি প্রকাশ হওয়ায় ইচ্ছামত বিবর্দ্ধিত করিতে অসমর্থ বিধায় অনেক অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি দোষ অপরিহার্য্য হইয়াছে ; অবস্থা বিবেচনায় এ ত্রুটী মার্জ্জনীয় হইবে কি ?

ইতি সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসমর্পিতমস্তু।

বিষয় বিবরণ।

প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,

বিদ্যোদয় প্রেস্,

৮।২ নং কাশীঘোষের লেন, কলিকাতা